মার্চ ২০১৪, ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২০

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

মুদ্রানীতি

মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০১৪

স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স

মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ

ব্যাংকের অভ্যন্তরে নানা ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

–মোঃ আব্দুস সামাদ সরকার
প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ব্যাংক

আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগে ১৯৭৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেছিলেন মোঃ আব্দুস সামাদ সরকার। ২০১০ সালে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন তিনি। ব্যাংক পরিক্রমার 'স্মৃতিময় দিনগুলো' কথাপর্বের এবারের অতিথি মোঃ আব্দুস সামাদ সরকার। আসুন জেনে নিই কিভাবে কাটছে তাঁর বর্তমান সময়।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
  ইসাবা ফারহীন
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

অবসর জীবন কেমন লাগছে ?

২০১০ সালে ব্যাংক থেকে অবসর গ্রহণের পর সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধরাবাঁধা অফিসের কাজ থেকে আমি মুক্ত। তবে তার মানে এই নয় যে আমার অবসর জীবন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিরত অবস্থায় আমি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করতাম। এখনও শিক্ষকতা করছি। এছাড়া কিছু কিছু বিদেশি প্রজেক্টে কনসালটেন্সির কাজও করি। তাই অবসরজীবন বলতে যা বোঝায় তার স্বাদ এখন পর্যন্ত পাইনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত সময়ের কিছু স্মৃতি আমাদের বলুন।

ব্যাংকে যোগদানের পর আমার প্রথম কাজের জায়গা ছিল গবেষণা বিভাগ। পরবর্তীতে মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী ইত্যাদি বিভাগসমূহে আমি কাজ করেছি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো মুদ্রানীতি প্রণয়ন। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই কাজটি মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। তাই এ কাজের সাথে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে আমি সব সময় গর্ব অনুভব করি।

মোঃ আব্দুস সামাদ সরকারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন ইন্দ্রাণী হক

বাংলাদেশ ব্যাংকের ট্রেনিং একাডেমীতে আপনি কাজ করেছেন – সে সময়কার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?

ট্রেনিং একাডেমীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল অন্য সব বিভাগে কাজ করার চাইতে একেবারে ভিন্ন। বাংলাদেশ ব্যাংকে সদ্য যোগদান করা তরুণ কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ায় অনুভূতি ছিল সম্পূর্ণই অন্যরকম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন।

পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বত্র। প্রতিনিয়ত দেশের আর্থিক খাতের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যুগোপযোগী নীতিমালা প্রবর্তন করা হচ্ছে। ব্যাংকের অভ্যন্তরে নানা ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে- আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করি।

ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্ব নিয়ে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করে দেশে ও সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনাম বজায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার পক্ষ হতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনাদেরও ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি ঘোষণা

পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং বেসরকারি খাতে সর্বোচ্চ সাড়ে ১৬ শতাংশ ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে চলতি অর্থবছরের শেষার্ধের জানুয়ারি-জুন '১৪ মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ ঋণ পুনঃতফসিলে নমনীয়তা ও রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল ঋণের সুদহার হ্রাস করা হয়েছে নতুন এই মুদ্রানীতিতে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ গভর্নর ড. আতিউর রহমান মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, চিফ ইকনোমিস্ট ড. হাসান জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অর্থবছরের শেষার্ধের জন্য ঘোষিত এই মুদ্রানীতিতে চলতি অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের কাছাকাছি হবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। উৎপাদনসহায়ক ও বিনিয়োগবান্ধব প্রণোদনার অংশ হিসেবে চামড়া ও সিরামিকস্রে মতো নতুন খাতগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বর্গাচাষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প, এসএমই ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের অর্থায়ন সহায়তায় পুনঃঅর্থায়ন তহবিল যোগান এবং দরিদ্র উদ্যোক্তাসহ নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠনের কথা বলা হয়েছে এ মুদ্রানীতিতে। পুঁজিবাজারসহ অর্থনীতির অন্যান্য খাতে যেকোনো সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার প্রস্তুত আছে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

প্রবাসে কর্মরতদের রেমিট্যান্স দেশে আন্তঃপ্রবাহের প্রবৃদ্ধিতে মন্দার দিকটিকে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রে অর্থনীতির বহিঃখাত সামর্থ্যের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক তার সহায়ক ভূমিকাকে জোরদার করতে প্রবাসীদের সঞ্চয় ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্যাংকগুলোকে সক্রিয় করার কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে বলে জানানো হয়।

জানুয়ারি-জুন' ১৪ এর মুদ্রানীতি ঘোষণা অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

এসএমই উদ্যোক্তা ও ব্যাংকারদের মধ্যে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগের আয়োজনে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে ইরানের মাশহাদ বেকিং ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের এসএমই উদ্যোক্তা, ব্যাংকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম। এছাড়া নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত এবং সিরডাপের পরিচালক (গবেষণা) হুসেন শাহবাজ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ যেমন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গ্রিন ব্যাংকিং, আর্থিক সেবাভুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিরডাপ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত বলেন, বাংলাদেশের বেকারি খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। এ খাতে সর্বোত্তম প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা গেলে বেকারি আইটেমের গুণগত মান যেমন উন্নত হবে, তেমনি এ খাত দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, সভাটি সিরডাপ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (MOU) আলোকে সিরডাপের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে এসএমইতে বিদ্যমান সর্বোত্তম টেকনোলজি স্থানান্তর ও ব্যবহারের বিষয়ে একটি কার্যক্রম।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম

অবসর উত্তর ছুটিতে নির্বাহী পরিচালকগণ

সহকর্মীদের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা নিয়ে কর্মময় জীবন থেকে বিদায় নিলেন ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এ.এইচ.এম কায়-খসরু, মোঃ আব্দুল হামিদ ও চৌধুরী মহিদুল হক। এদের মধ্যে নির্বাহী পরিচালক এ.এইচ.এম কায়-খসরু ১৭ জানুয়ারি ২০১৪, মোঃ আব্দুল হামিদ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৩ এবং এর আগে চৌধুরী মহিদুল হক ১ মে ২০১২ তারিখে অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করেন। এই তিনজন নির্বাহী পরিচালকের বিদায় উপলক্ষে সচিব বিভাগ ২৮ জানুয়ারি ২০১৪ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধান কার্যালয়ের ভিআইপি ডাইনিং লাউঞ্জে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী। এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা ও ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ।

ড. আতিউর রহমানের সাথে বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক এ.এইচ.এম কায়-খসরু ও মোঃ আব্দুল হামিদ

গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যে বিদায়ী অতিথিদের নিষ্ঠা ও সততাপূর্ণ কর্মজীবনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিদায়ী অতিথিরা সব সময়ই সুদক্ষ সহকর্মী হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবারের অংশ হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের উন্নয়নমূলক ও ইতিবাচক পরিবর্তনে বিদায়ী অতিথিদের কর্মঅভিজ্ঞতা ও পেশাগত দক্ষতাকে সবসময়ই যুক্ত রাখার জন্য তিনি নির্বাহীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বলেন, কর্মজীবন সফলভাবে সম্পন্ন করার পরের ধাপটি হলো অবসর। এটি কর্মমুখর জীবনের সফল রূপান্তর। বিদায়ী অতিথিরা তাঁদের দীর্ঘদিনের কর্মঅভিজ্ঞতার আলোকে দেশ ও জাতির জন্য এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা বিদায়ী অতিথিদের অবসর জীবনে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ অটুট রাখার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিদায়ী অতিথিরা কর্মজীবনে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সহকর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভায় গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ পদোন্নতিপ্রাপ্ত নতুন নির্বাহী পরিচালকদের অভিনন্দন জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল।

ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার অভিষেক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের ২য় সংলগ্নী ভবনের ব্যাংকিং হলে এ অনুষ্ঠানে তাদের শপথপাঠ করান প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী এবং নাজনীন সুলতানা। গভর্নর ড. আতিউর রহমান নবনির্বাচিতদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্লাবটি এতো বছর ধরে সচল রয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। একই সাথে তিনি আন্তঃঅফিস ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ক্লাবের সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলোতে জিমনেশিয়াম স্থাপনসহ প্রধান কার্যালয়ের জিমনেশিয়ামটি উন্নয়নে ব্যাংকের সক্রিয় উদ্যোগ রয়েছে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সভাপতি নওশাদ মোস্তাফা ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম কাওছাইন। নওশাদ মোস্তাফা বাংলাদেশ ব্যাংকের নবনিযুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ক্লাব কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান। একই সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবকে একটি আদর্শ ক্লাব হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ব্যাংক ক্লাবের নবনির্বাচিত পরিষদের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান গভর্নর ড. আতিউর রহমান

উল্লেখ্য ২০১৩-১৪ সালের জন্য ব্যাংক ক্লাবের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হলেন- নওশাদ মোস্তাফা- সভাপতি; মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী - সহ সভাপতি:, মোঃ নাসির উদ্দিন-২, সহ সভাপতি;, মোঃ গোলাম কাওছাইন- সাধারণ সম্পাদক:, মোঃ শরীফুল ইসলাম- সহ সাধারণ সম্পাদক; মোঃ সাহেদুল হাসান- সহ সাধারণ সম্পাদক; মোঃ আতাউর রহমান-কোষাধ্যক্ষ; মোঃ হামিদুল আলম (সখা)- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক; মোঃ কাসেদুল হক- বহিঃক্রীড়া সম্পাদক; মোঃ আব্দুল জলিল-৯ - অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক:, মোঃ খায়রুল আলম চৌধুরী (টুটুল)- নাট্য ও বিনোদন সম্পাদক; মির্জা মোঃ আব্দুল মজিদ- দপ্তর সম্পাদক; তাসমিয়াহ্ বিনতে জিলানী- মহিলা সম্পাদিকা। সদস্যরা হলেন বশির আহম্মেদ, সুপর্ণা রানী মহন্ত, আরিফুর রহমান, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোঃ লুৎফর রহমান ও মোঃ শাহাজালাল খান।

মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০১৪ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ ও দশটি শাখা অফিসের মহাব্যবস্থাপকদের উপস্থিতিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে দিনব্যাপী এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল। এছাড়া ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ব্যাংক সুপারভিশন অ্যাডভাইজার গ্লেন টাসকি ও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, চলমান অর্থনৈতিক অবস্থায় মূল্যস্ফীতি, রেমিট্যান্স প্রবাহ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতি ইত্যাদি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। এছাড়া ঋণ আমানত ও প্রবৃদ্ধি হারের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দূর হওয়ার পাশাপাশি কলমানি রেট কমে আসায় ব্যাংকগুলোর তারল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। একই সাথে মহাব্যবস্থাপক সম্মেলনের ফলাফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল গ্রহণ এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে বলেও তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি জোরদার করা, জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত রেগুলেটরি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ ঘটানো এবং এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবসম্পদের সক্ষমতা তৈরি ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ও উঠে আসে। মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এসব বিষয়ে আলোচনা শেষে তাদের মতামত ও পরামর্শ গভর্নরের কাছে তুলে ধরেন।

মহাব্যবস্থাপক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে ব্যাংক সুপারভিশনের ক্ষেত্রে দুর্বল দিকগুলো অধিকতর ক্ষতিকর পর্যায়ে যাবার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি জোর দেন। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যাংকগুলো যেন উৎপাদনমুখী ও দরিদ্রবান্ধব খাতগুলোকে বেশি করে ঋণ প্রদান করে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজর রাখতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএপি, ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেটসহ তথ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে এগুলো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

অধিকোষের বসন্ত বরণ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বসন্ত বরণ ও আন্তঃঅফিস সাহিত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অধিকোষ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান ও শুভঙ্কর সাহা। অধিকোষ সভাপতি ও মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে 'নজরুল সাহিত্যে বসন্ত' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি ও প্রাবন্ধিক মজিদ মাহমুদ। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন দৈনিক বর্তমানের যুগ্ম সম্পাদক কবি নাসির আহমেদ। প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান বসন্তকে বরণ করতে এমন একটি বর্ণিল অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য অধিকোষের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এবং অধিকোষ আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সাহিত্য প্রতিযোগিতায় কবিতায় ১ম ফাতিমা খাতুন, ২য় মোঃ শরিফ মিয়া, ৩য় শৈলেন্দ্র নাথ বর্মা, গল্পে ১ম সোহেল নওরোজ, ২য় শৈলেন্দ্র নাথ বর্মা, ৩য় জোহরা ফেন্সী মাহমুদা এবং প্রবন্ধে ১ম বিপ্লব দত্ত, ২য় সোহেল নওরোজ, ৩য় নুরুন্নাহার পুরস্কার অর্জন করেন। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে লিজা ফাহমিদা, হাফিজুর রহমান ও শামীম আরা। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক সাংস্কৃতিক পরিষদ 'ঝর্ণাধারা' একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অধিকোষের সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন সজল।

বসন্ত বরণ অনুষ্ঠানে অধিকোষের অতিথি ও সদস্যদের সাথে গভর্নর ড. আতিউর রহমান

খুলনা অফিস

বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাসের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে ২১ জানুয়ারি ২০১৪ অফিসের পক্ষ থেকে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। খুলনা অফিসের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপ মহাব্যবস্থাপকদের পক্ষে বিদায়ী অতিথিকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন নির্মল কুমার সরকার। বিদায়ী অতিথির সম্মানে মানপত্র পাঠ করেন মাঈনউদ্দীন আহমদ।

বিদায়ী অতিথি তাঁর স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে অফিসের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নির্দেশনাও প্রদান করেন। সবশেষে সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে অফিসের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বিদায়ী অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ২৯ ডিসেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪-১৫ সালের জন্য নির্বাচিত নতুন কমিটি ৭ জানুয়ারি ২০১৪ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কাউন্সিলের দায়িত্ব বুঝে নেয়। কাউন্সিলের নির্বাচিত প্রার্থীরা হলেন ঃ সভাপতি- মোঃ মনোয়ার হোসেন (যুগ্ম পরিচালক), সহ সভাপতি- মোঃ গোলাম সরোয়ার গাজী (উপ পরিচালক), সাধারণ সম্পাদক- মোঃ মনজুর রহমান (উপ ব্যবস্থাপক), সহ সাধারণ সম্পাদক- মোঃ মাসুম বিল্লাহ (সহকারী ব্যবস্থাপক), কোষাধ্যক্ষ- এস, এম আবু ঈসা (উপ ব্যবস্থাপক)। নির্বাহী সদস্যরা হলেন- গাজী সাইদুর রহমান (উপ ব্যবস্থাপক), মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (উপ পরিচালক), এ.বি.এম. মনজুর করিম (উপ ব্যবস্থাপক), মোঃ সফিকুল ইসলাম (উপ ব্যবস্থাপক), কাজী রমজান আলী (উপ ব্যবস্থাপক) ও দীপংকর বিশ্বাস (সহকারী পরিচালক)। দায়িত্ব গ্রহণের পর নবনির্বাচিত কমিটি অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

মহাব্যবস্থাপকের সাথে অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সদস্যগণ

বগুড়া অফিস

অফিসার্স এসোসিয়েশন (ক্যাশ) এর নতুন পরিষদ

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েশন (ক্যাশ বিভাগ), বগুড়ার সাধারণ নির্বাচন ২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন - মোঃ ইমান আলী, সভাপতি; মোঃ চাঁন আলী মিয়া - সহ সভাপতি; স্বপন কুমার হালদার- সাধারণ সম্পাদক; মোঃ আব্দুল হালিম - সহ সাধারণ সম্পাদক; মোঃ আফজাল হোসেন- কোষাধ্যক্ষ। সদস্যরা হলেন- আঞ্জুমান আরা বেগম, মোঃ ছানাউল হক, মোঃ রুহুল আমীন এবং মোঃ শাহজালাল।

মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিনের সাথে অফিসার্স এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ

নোট মেজারমেন্ট মেশিন চালু

বাংলাদেশ ব্যাংক ছেঁড়া-ফাটা নোট বদলাতে ২৩ জানুয়ারি ২০১৪ হতে উন্নত প্রযুক্তির নোট মেজারমেন্ট মেশিন (এনএমএম) চালু করেছে। ছেঁড়া-ফাটা নোট নিখুঁতভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করে খুব তাড়াতাড়ি এ মেশিনের সাহায্যে নোট বদলে দেয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকে এ মেশিনের সাহায্যে নোট যাচাই করা শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে সকল ব্যাংককে এ মেশিনে টাকা বদলে দেয়ার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস ও অন্যান্য শাখা অফিসে এ মেশিনের সাহায্যে ছেঁড়া নোট বদলে দেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, নতুন এই মেশিনে একটি ছেঁড়া নোট দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের সিকিউরিটি ফিচারসহ নোটটির কত অংশ অবশিষ্ট আছে, তা জানা যাবে। এতে করে গ্রাহককে তাঁর নোটের উপস্থাপিত অংশের ওপর ভিত্তি করে দ্রুত টাকা বদলে দেয়া যাবে।

নোট মেজারমেন্ট মেশিন

বরিশাল অফিস

Detection, Disposal of Forged & Mutilated Notes
শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর আয়োজনে Detection, Disposal of Forged & Mutilated Notes শীর্ষক একটি কর্মশালা ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। সভাপতিত্ব করেন একাডেমীর উপ মহাব্যবস্থাপক এ. বি.এম. জহুরুল হুদা। অনুষ্ঠানে অফিসের সকল উপ মহাব্যবস্থাপক এবং স্থানীয় ব্যাংক ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দুই দিনের এই কর্মশালায় ব্যাংক ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় ৮০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বরিশালে ব্যাংকার্স ক্লাব আয়োজিত বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ৮ জানুয়ারি ২০১৪ ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও ক্লাবের সভাপতি নূরুল আলম কাজী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা উপ পরিষদের আহ্বায়ক নন্দ দুলাল সাহা ও ক্রীড়া উপ পরিষদের আহ্বায়ক মোঃ ফারুক হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ হানিফ হাওলাদার। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের ওপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর ও জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের ওপর এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের প্রশিক্ষণ কক্ষে ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আবদুস সোবহান সিকদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ নূরুল আমিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক বিষ্ণুপদ সাহা, বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মাহমুদা আখতার মীনা। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর ও সঞ্চয় অফিসের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি আবদুস সোবহান সিকদার বক্তব্য রাখছেন

ইউরোজোনের অর্থনৈতিক মন্দা

ব্যুৎপত্তিগত কারণ ও সার্বিক পরিস্থিতি

মাহ্‌বুব এলাহী আক্তার

ম্যাসট্রিকট চুক্তি (Maastricht Treaty) এবং স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধির সন্ধির (Stability and Growth Pact) আওতায় ১৯৯৮ সালে ইউরোপিয় ইউনিয়নের ১১টি সদস্য রাষ্ট্র অভিন্ন মুদ্রানীতি ও সার্বজনীন (Common) রাষ্ট্রীয় মুদ্রা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ প্রতিপালনের পর ১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউরোজোন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গঠনতন্ত্র অনুসারে ইউরোজোন একটি অর্থনৈতিক জোট যার বর্তমান সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ১৮ (আঠার)। বর্তমান সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সাইপ্রাস, ইসতনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, মালটা, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্লোভাকিয়া, স্লোভানিয়া, লাটভিয়া, স্পেন ও জার্মানি। যুক্তরাজ্য ও ডেনমার্ক ব্যতীত ইউরোপিয় ইউনিয়নের অন্যসকল সদস্য রাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে স্বেচ্ছায় ইউরোজোনে অন্তর্ভুক্তি অর্জন করতে পারে। ইউরোজোনে যোগদানে আগ্রহী ইউরোপিয় ইউনিয়নের কোন সদস্য রাষ্ট্রকে যোগদানের পূর্বে দুই বছর বিনিময় হার ব্যবস্থা (Exchange Rate Mechanism II) শর্ত প্রতিপালন করতে হয়। ইউরোপিয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এখন পর্যন্ত একমাত্র সুইডেনই আনুষ্ঠানিকভাবে ইউরোজোনে যোগদানে আগ্রহী নয় বলে ঘোষণা করেছে। এছাড়া লিথুনিয়া বর্তমানে বিনিময় হার ব্যবস্থা শর্ত প্রতিপালন করছে এবং রাষ্ট্রটির ২০১৫ সালে ইউরোজোনের সদস্যপদ গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইউরোজোনের অন্তর্ভুক্তি গ্রহণের পর এখন পর্যন্ত কোন রাষ্ট্র ইউরোজোন পরিত্যাগ করেনি বা কোন রাষ্ট্রকে বলপূর্বক বহিষ্কার করারও কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়নি। স্বেচ্ছায় ইউরোজোন ত্যাগের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় অর্থনৈতিক ঝুঁকি হলো মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন। মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত ঝুঁকি থেকে বিরত থাকার জন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সহজে ইউরোজোন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

ইউরোজোনের মুদ্রানীতি প্রধানত ইউরোপিয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণয়ন করে থাকে। এই মুদ্রানীতি ইউরোপিয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ও অন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। ইউরোপিয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ মুদ্রাস্ফীতি সীমিতকরণ। রাজস্বনীতি নিয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার তার নেই। যদিও ইউরো রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে প্রাথমিকভাবে রাজস্বনীতির ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কিছু কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছিল তবে সেসময় রাজস্বনীতি নিয়ে কঠোর কোন অবস্থানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি।

পারস্পরিক বিশ্বাস ও মুদ্রামানের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য ইউরোজোনের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধির সন্ধির প্রতিপালন করতে হবে। স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধির সন্ধি প্রধানত জাতীয় ঋণ, ঘাটতি বাজেট ও এসংশ্লিষ্ট বিসরণের (Deviation) মাত্রা সম্বন্ধে দিক নির্দেশনা এবং অনুমোদিত সীমার মধ্যে থাকার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে নৈতিক প্রেরণা প্রদান করে থাকে। স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধির সন্ধির মূল শর্ত ছিল বাৎসরিক ঘাটতি জিডিপির শতকরা ৩ (তিন) শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং যদি কোন সদস্যরাষ্ট্র এর ব্যত্যয় ঘটায় তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে শাস্তিস্বরূপ জরিমানা করা। তথাপি ২০০৫ সালে পর্তুগাল, জার্মানি এবং ফ্রান্স স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধির সন্ধির প্রতিপালনে ব্যত্যয় ঘটালেও তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

এরূপ অনিয়মের ধারাবাহিকতায় অর্থায়নের বিশ্বায়ন (Globalization of Finance), ২০০২-২০০৮ সাল অব্দি সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ২০০৭-২০১২ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, ভারসাম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আবাসন

খাতের বুদ্‌বুদ (Bubble), ব্যক্তিগত ঋণ বোঝা (Credit Burden), সরকারি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব প্রভৃতির ফলে ইউরোজোনে ২০০৭ সালের শেষ দিক হতে মন্দা অবস্থা বিরাজ করে যা ২০০৯ সালে চরম আকার ধারণ করে। ম্যাসট্রিকট চুক্তি এবং স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধির সন্ধি না মেনে চলা যথেচ্ছ সার্বভৌম ঋণ গ্রহণ ও ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের ফলে এ সার্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯ সালের পর থেকে সার্বভৌম ঋণ সংকট থেকে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতার ভীতি, কিছু ইউরোপিয় রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি ঋণের মাত্রার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি ও রেটিং এজেন্সি কর্তৃক রেটিং অবমূল্যায়ন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যে ভীতি সঞ্চার করেছিল তা থেকে সময়োপযোগী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে উত্তরণের বিফলতা থেকেই মূলত ইউরোপিয় অর্থনৈতিক মন্দার সূত্রপাত। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ইউরোজোনের ব্যাংকসমূহ নিম্ন মূলধন (Under Capitalized) ও তারল্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ধীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কালো ছায়া সমগ্র ইউরোজোন জুড়ে বিরাজ করছে। আর্থিক সঙ্কটের ফলে অনেক রাষ্ট্রের সরকারের এরূপ অবস্থা হয়েছে যে তাদের পক্ষে আর্থিক দেনা শোধ বা পুনরায় আর্থিক সংস্থাপনের জন্য তৃতীয় পক্ষের সাহায্য প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই।

ফলে, ২০০৯ সালের বিশ্ব মন্দার পর থেকে ইউরোজোনে সীমিত আকারে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের রাজস্বনীতির ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। যেমন, এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের জাতীয় বাজেটের সম্মিলিত পর্যালোচনা (Peer Review)। তবে জুন, ২০১০ সাল থেকে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের জাতীয় বাজেটের সম্মিলিত পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও সুইডেন তাদের জাতীয় বাজেট অপর রাষ্ট্রের সম্মিলিত পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপনে অস্বীকৃতি জানায়। বর্তমান নিয়মে ইউরোজোনের কোন রাষ্ট্র যদি ঘাটতি বাজেট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে চায়, তবে তাকে তার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে ইউরোজোনের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, যে সকল প্রস্তাবে জাতীয় ঋণ জিডিপির শতকরা ৬০ (ষাট) শতাংশের বেশি হবে সেসকল প্রস্তাবনা অধিকতর সতর্কতার সাথে তদন্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করা হতে পারে বা ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে। মার্চ, ২০১১তে স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধির সন্ধির একটি নতুন সংস্কার প্রবর্তন করা হয় যাতে বলা হয় কোন রাষ্ট্র যদি ঘাটতি বাজেট বা জাতীয় ঋণ শর্তের সঠিক প্রতিপালন না করে থাকে তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের প্রতি গুরুতর শাস্তি আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তবে কার্যত এর কোন প্রতিপালন এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অস্ট্রিয়া (৩.২%), নেদারল্যান্ড (৩.৭%), স্লোভানিয়া (৪.৪%), ফ্রান্স (৪.৫%), স্লোভাকিয়া (৪.৯%), পর্তুগাল (৫.০%), সাইপ্রাস (৫.৩%), গ্রিস (৬.৮%), স্পেন (৮.০%) ও আয়ারল্যান্ড (৮.৪%) জিডিপির শতকরা ৩ (তিন) শতাংশের ওপর ঘাটতি বাজেট নিয়ে রাষ্ট্র অর্থনীতি পরিচালনা করলেও তাদের বিরুদ্ধে কার্যত কোন বিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে নেদারল্যান্ড (৬৯%), মালটা (৭৩%), অস্ট্রিয়া (৭৫%), জার্মানি (৮২%), স্পেন (৮৬%), ফ্রান্স (৯০%), সাইপ্রাস (৯০%), বেলজিয়াম (১০০%), পর্তুগাল (১১৯%), আয়ারল্যান্ড (১১৮%), ইতালি (১২৭%) ও গ্রিস (১৭৭%) জিডিপির শতকরা ৬০ (ষাট) শতাংশের ওপর দায় নিয়ে রাষ্ট্র অর্থনীতি পরিচালনা করলেও তাদের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি।

গঠনতন্ত্র অনুসারে অভিন্ন মুদ্রানীতির অনুসারী অর্থনৈতিক সংগঠন তথাপি এর রাষ্ট্রসমূহ পৃথক পৃথক রাজস্বনীতি অনুসরণ করে থাকে। ফলে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির মিথস্ক্রিয়া (concoction) ব্যত্যয় ঘটার ফলে এ সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়েছে। যা তারা নিজেরাও স্বীকার করেছে ফলে ইউরোপ ২০২০ কৌশলপত্রে (Europe 2020 Strategy) সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি বিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়নের পরিবর্তে সমান্তরালভাবে মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংকট কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয়, বরং ১৮টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে ৮টি রাষ্ট্রে এটি রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করে (গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন, স্লোভেনিয়া, সাইপ্রাস ও নেদারল্যান্ড)। উপরন্তু, সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের জন্য এটি সামাজিক সঙ্কটে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মার্চ, ২০১৩ সালে গ্রিসে বেকারত্বের হার ছিল ২৬.৮ শতাংশ, স্পেনে মে, ২০১৩ সালে বেকারত্বের হার ছিল ২৬.৯ শতাংশ।

মন্দা আক্রান্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে ইউরোপিয় ইউনিয়ন সর্বমোট ৬৩০ বিলিয়ন ইউরোর অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করতে পারে যা ইউরোজোনের (১৮টি দেশের) জিডিপির (১২,৪৬০ বিলিয়ন, ২০০৯) বিবেচনায় অত্যন্ত নগণ্য (শতকরা ৫ শতাংশ মাত্র)। তাছাড়া, তথ্য অর্থনীতির (Economics of Information) ভাষায় এভাবে অর্থায়ন নৈতিক ঝুঁকি (Moral Hazard) ও প্রতিকূল নির্বাচনের (Adverse Selection) মতো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। 'ইউরোজোনের একটি সদস্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দুর্দশা অপর একটি রাষ্ট্রের ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে', এই তথ্যটির নৈতিক ঝুঁকি হলো অর্থনৈতিকভাবে নাজুক রাষ্ট্রটি জানে যে, সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাকে অন্যান্য রাষ্ট্র সাহায্য প্রদান করবে। তাই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য তারা সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনায় বাইরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রিসের সরকার তার জনপ্রিয়তা ধরে রাখার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় মাত্রাতিরিক্ত অবসর ভাতা তহবিল ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় প্রসারিত করে। ফলে যখন ২০০৯ সালের মন্দায় পর্যটন খাতের আয় কমে যায় তখন জিডিপি'র শতকরা ১৭৭ শতাংশ দায় নিয়ে রাষ্ট্রটি গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়। কার্যত দেশটি এটি জানত যে শেষ অবলম্বন হিসেবে তাকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা (যার বর্তমান পরিমাণ ২৪৫.৬ বিলিয়ন ইউরো) হবে, তাই সে নিজে এ অবস্থা থেকে উত্তরণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অপরদিকে, প্রতিকূল নির্বাচনের সমস্যাটি হলো সাহায্য প্রদানকারী রাষ্ট্রটি প্রদেয় সাহায্য দ্বারা তার সমস্যাসমূহের সমাধান করতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় নাও দিতে পারে এবং এর ফলে তাকে আরও অধিক আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাইপ্রাসকে এখন পর্যন্ত দুই ধাপে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে (প্রথম ধাপে ২.৫ বিলিয়ন ইউরো ও দ্বিতীয় ধাপে ১০.০ বিলিয়ন ইউরো)।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে বলা চলে যে, ইউরোজোন যতোটা না অর্থনৈতিক জোট হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টায় রয়েছে তার থেকে বেশি প্রয়াস রয়েছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হবার। বস্তুত অভিন্ন মুদ্রার ব্যবহার তাদের একীভূত মানসিকতাকে প্রলুব্ধ করছে। তাই এ জোট রক্ষায় ম্যাসট্রিকট চুক্তি এবং স্থায়িত্ব ও প্রবৃদ্ধির সন্ধির তোয়াক্কা না করে তারা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বস্তুত, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত পরাশক্তি জার্মানি ইউরোজোনের নেতৃত্ব প্রদান করছে। রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা চলে জাতিসংঘে গুরুত্বপূর্ণ কোন অবস্থান (প্রধানত নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী বা অস্থায়ী সদস্যপদ) না পাওয়ায় ও জার্মান ভাষাকে জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষার স্বীকৃতি না দেয়ার ফলে আত্মাভিমানী এই জাতি স্বীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধারে ইউরোজোনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক জোট প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় নিয়েছে। তাই নেতৃত্ব কায়েম রাখার জন্য জার্মানি এ জোট রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টায় রত থাকবে। পরিশেষে বলা চলে যে, যতদিন না সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি বিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়নের পরিবর্তে সমান্তরালভাবে মূল্যায়িত হবে ততদিন পর্যন্ত ইউরোজোনের তথা ইউরোপিয় ইউনিয়নের সময়ে সময়ে অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে নিমজ্জিত হবার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

■ *লেখকঃ সহকারী পরিচালক*
এফআরটিএমডি, প্র.কা.

আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল

মতিঝিল অফিস

প্রতিষ্ঠা

১৯৪৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক State Bank of Pakistan এর একটি শাখা অফিস তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল ভবনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু কার্যক্রম সদরঘাট থেকে মতিঝিলে বর্তমান মূল ভবনে স্থানান্তর করা হয়। এই ভবনটিই বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের প্রথম ভবন। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিস নির্বাহী পরিচালক অফিসে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে মতিঝিল অফিসের অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা।

অফিস ভবন

১৯৬৮ সালে মতিঝিলে ৩.৬০ একর জমির ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাত তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন নির্মিত হয়। মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩টি ভবনেই মতিঝিল অফিসের কার্যক্রম রয়েছে। প্রধান ভবনের ১ম থেকে ৩য় তলা, প্রথম সংলগ্নী ভবনের ৪র্থ তলা এবং ২য় সংলগ্নী ভবনের ৪র্থ তলা পর্যন্ত মতিঝিল অফিস।

মূল ভবনের ব্যাংকিং হলে আছে শিল্পী মোঃ আমিনুল ইসলামের 'সম্পদের বৃক্ষ', ২য় তলার করিডোরে 'মুদ্রার ক্রমবিকাশ ও স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়' শীর্ষক শিল্পী মর্তুজা বশীরের চিত্রকর্ম। ২য় সংলগ্নী ভবনের ২য় তলার প্রবেশদ্বারের বামপাশের দেয়ালে শিল্পী সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের 'বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি ম্যুরাল। প্রধান ভবনের নিচ তলায় এবং ২য় সংলগ্নী ভবনের ২য় তলায় রয়েছে সুপরিসর ব্যাংকিং হল ও হেল্পডেস্ক। ব্যাংকের প্রবেশ ও বাহির ফটকে রয়েছে দুইটি নিরাপত্তা বুথ। চত্বরের ভেতরে রয়েছে ডিউটি অফিস ভবন, জেনারেটর ভবন, সাবস্টেশন ভবন, পুলিশ ব্যারাক, পাম্প হাউজ ও চুল্লি।

নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা

প্রশাসনিক কাঠামো

মতিঝিল অফিস বাংলাদেশের মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা, তত্ত্বাবধান তথা অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ব্যবস্থা ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে সর্বাধিক পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। মতিঝিল অফিসের বিভাগ দুইটি যথা- (১) ব্যাংকিং ও (২) ইস্যু বিভাগ। এ অফিসে অনুমোদিত কর্মবলের সংখ্যা ১৩০৪ জন, বর্তমানে কর্মরত ৯৪৯ জন। মতিঝিল অফিস বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে লেনদেন করা ছাড়াও পাবলিক ডেট অফিস ও ইস্যু অফিস হিসেবে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক, জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে। এ অফিসের নিকাশ ঘরের বর্তমান সদস্য ৫৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ অফিস CBS (Core Banking System) এর Project Management Office হিসেবে কাজ করছে। প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ের বিশেষ কিছু মনিহারি ও জড়সামগ্রী সরবরাহ, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ও ক্যান্টিন সুবিধা নিশ্চিত করা, ঢাকার ৬টি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিবাসের রক্ষণাবেক্ষণ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংস্থাপন, অফিস চত্বরসহ নিবাসসমূহের সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ করে থাকে।

মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় মতিঝিল অফিস

মতিঝিল অফিস ফরিদাবাদ এবং মতিঝিল কর্মচারী নিবাসে স্কুল পরিচালনা, বিভিন্ন নিবাসে মসজিদ, কল্যাণ সমিতি ইত্যাদিকে আর্থিক অনুদান ছাড় করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব ঢাকার অর্থ ছাড়করণ, ব্যাংক মসজিদ পরিচালনা, ব্যাংক চত্বরের সার্বিক সৌন্দর্যবর্ধন, ক্যান্টিন পরিচালনা, ডে-কেয়ার সেন্টার ও ব্যাংক ডিসপেনসারি পরিচালনাসহ হেপাটাইটিস-বি টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে মতিঝিল অফিসের সম্পৃক্ততা

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিসের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গৌরবময়। এ অফিসের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে অবদান রাখেন। কর্মচারী মোঃ বখতিয়ার হাসান, ডাঃ আয়েশা বেদোরা চৌধুরী এবং মোঃ আখতারুজ্জামান মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখে শহীদ হন।

প্রতিটি জাতীয় দিবসে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, ঢাকা ও অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ, ব্যাংক চত্বরের শহীদ বেদি ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এছাড়া আলোচনা সভা, শিশু কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ব্যাংক ভবনে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমবায় সমিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিসে সমবায় অধিদপ্তর নিবন্ধিত বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ, ঢাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি নামে দুটি সমবায় সমিতি আছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, বোনাস, ঋণ প্রদান এবং ভোগ্যপণ্য বিক্রয় ইত্যাদি সেবা প্রতিষ্ঠান দুইটি প্রদান করছে।

আধুনিকায়নে মতিঝিল অফিসের ব্যাংকিং বিভাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্ববৃহৎ অপারেশনাল অফিস মতিঝিল অফিস। ট্রেজারি বিল, ট্রেজারি বন্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক বিল, ওয়েজআর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার বন্ড ইত্যাদি লেনদেন শুধুমাত্র মতিঝিল অফিসে সম্পাদিত হয়। এলসি পেমেন্ট ও রেমিটেন্স পেমেন্ট একমাত্র মতিঝিল অফিসই সম্পাদন করে থাকে। সকল তফসিলি ব্যাংক ও সরকারের লেনদেনের চূড়ান্ত কার্যক্রমও মতিঝিল অফিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সিস্টেমের মাধ্যমে এই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

কোর ব্যাংকিং সিস্টেম

Core Banking Solution এর মাধ্যমে বর্তমানে মতিঝিল অফিসের সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। ডিএবি, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, পিডিও, সিকিউরিটিজ, এলসি এবং পিএডি নিয়ে গঠিত ব্যাংকিং কার্যক্রমে Core Banking System সফলতার মাইলফলক। বর্তমানে BACH এর মাধ্যমে সরকারি লেনদেনের Cheque Processing কার্যক্রম এবং Electric Fund Transfer Network (EFTN) এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ হয়। এখন যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঘরে বসেই e-Challan Verification করে তাদের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারে যা এককভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে মতিঝিল অফিসের পিএডি পেমেন্ট শাখা থেকে। শাখা অফিস হিসেবে এটিও মতিঝিল অফিসের একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী কাজ।

অন্যান্য ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক

সরকারের পাবলিক ডেট অফিস হিসেবে মতিঝিল অফিসের আওতাধীন ব্যাংকসমূহের সাথে সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি বিক্রয়ে সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি প্রদান এবং ছেঁড়া-ফাটা ও ময়লা নোট গ্রহণ ও তার বিনিময় মূল্য প্রদান সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক সভা মতিঝিল অফিস আয়োজন করে।

মতিঝিল অফিসের বিভিন্ন কাউন্টারে জনগণকে সেবা প্রদানের নিয়মিত দৃশ্য

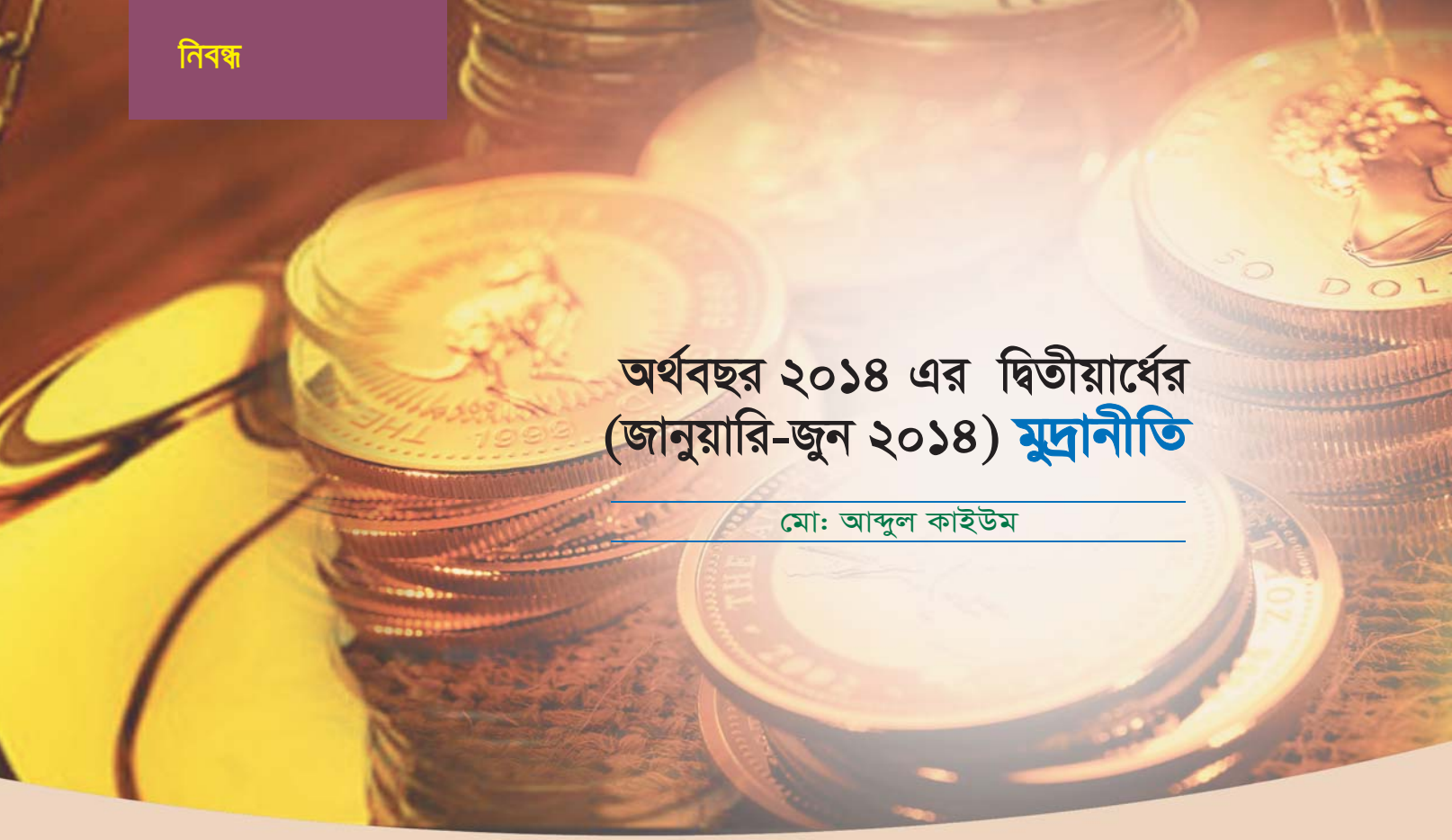

অর্থবছর ২০১৪ এর দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন ২০১৪) মুদ্রানীতি

মো: আব্দুল কাইউম

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহ (যেমন- টাকার অভ্যন্তরীণ মূল্য তথা মূল্যস্ফীতি ও বহিঃমূল্যমান তথা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি) অর্জনে সচেষ্ট থাকা। মুদ্রানীতি প্রণয়নের সময় সাধারণত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গতিধারা এবং অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক হালনাগাদ অবস্থাসমূহ সক্রিয় বিবেচনায় নেয়া হয়। তারপর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃখাতের সম্ভাব্য ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করে কিভাবে মুদ্রানীতির অভিষ্ঠ লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা যায় সে জন্যে নীতি কৌশলসহ মুদ্রা সরবরাহের চলকসমূহের বৃদ্ধির হারের প্রক্ষেপণ নির্ধারণ করা হয়।

মুদ্রানীতি প্রণয়ন প্রাক্কালীন অর্থনীতি

চলতি মুদ্রানীতিটি প্রণয়নের প্রাক্কালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা (World Economic Outlook, October 2013) ছিল দুর্বল এবং প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাসে নিম্নমুখী ঝুঁকিও ছিল। মূল্যস্ফীতি মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেশ কম ছিল, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতিও বেশি যা বাংলাদেশের মুদ্রানীতি প্রণয়নে বিশেষ বিবেচ্য। আমাদের অন্যতম বাণিজ্য অংশীদার ইউরোপিয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বেসরকারি খাতের চাহিদা তখনও বেশ শ্লথ ছিল। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্যেও প্রায় ৫.০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ছয় মাসে বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যমূল্য স্থিতিশীল থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যে অনিশ্চয়তার সূত্রে জ্বালানি তেলের মূল্য অস্থিতিশীল হতে পারে। প্রতিবেশি দেশ ভারতে মূল্যস্ফীতি ক্রমশ বৃদ্ধির প্রভাব আমদানি সূত্রে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতিতে সঞ্চারিত হবার ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সরকারি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় কৃষিতে উৎপাদন ভালো হচ্ছে এবং আসন্ন বোরো মৌসুমেও আশাপ্রদ ফলাফল আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে, প্রতিবেশি দেশ ভারতের উচ্চ মূল্যস্ফীতি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা হেতু বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্লথ গতি, পণ্য সরবরাহে বিঘ্ন এবং সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতে কর্মজীবীদের মজুরি বৃদ্ধিজনিত চাহিদা চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও এবং মুদ্রা সরবরাহের চলকসমূহ নিরাপদ সীমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃখাতের গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলো (কৃষি খাতে সম্ভাব্য উৎপাদন, সুদ হার, বিনিময় হার, রপ্তানি, বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ ইত্যাদি) অর্থবছরের প্রথমার্ধে সার্বিকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমন এখনও অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক উপাত্ত অনুযায়ী নভেম্বর'১৩ শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৬.৭ শতাংশ, বেসরকারি খাতে ঋণ ১০.৯ শতাংশ (সংশোধিত), রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে (সরকারি খাত নিটসহ) ঋণ ৮.৯ শতাংশ, নিট বৈদেশিক সম্পদ ৪৪.৮ শতাংশ (জুন, ২০১১ এর বিনিময় হার ভিত্তিক) এবং রিজার্ভ মানি ১৩.৬ শতাংশ। বৈদেশিক বাণিজ্যে ও প্রাথমিক আয় (Primary income) ঘাটতি হ্রাস এবং মূলধন হিসেবে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে, নিট বৈদেশিক সম্পদ ৪৪.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা প্রোগ্রামের তুলনায় বেশি (চার্ট ১- দ্রষ্টব্য)। চলতি অর্থবছরের বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩) মাঝারি ও বৃহৎ আকারের শিল্প সূচক ১১.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারাবাহিক ধর্মঘট প্রত্যাহার ও সহিংসতা কমে আসায় প্রথমার্ধের রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত ক্ষতিগুলো দ্বিতীয়ার্ধে কাটিয়ে ওঠা দুরূহ হবে না এবং সামনের মাসগুলোয় নতুন কোন বড় বিপর্যয়ের উদ্ভব না হলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের আশেপাশেই (বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ৫.৮-৬.১ শতাংশ) থাকবে অনুমান করা হয়। ডিসেম্বর'১৩ শেষে বারো

মাসের গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ৭.৫৩% এ (লক্ষ্যমাত্রা ৭% এর তুলনায় বেশি) দাঁড়িয়েছে এবং তা উর্ধ্বগামী রয়েছে (চার্ট-২ দ্রষ্টব্য)। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে সামান্য কমলেও গত দু'মাস ধরে তা বেড়ে ডিসেম্বর'১৩ শেষে ৭.৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

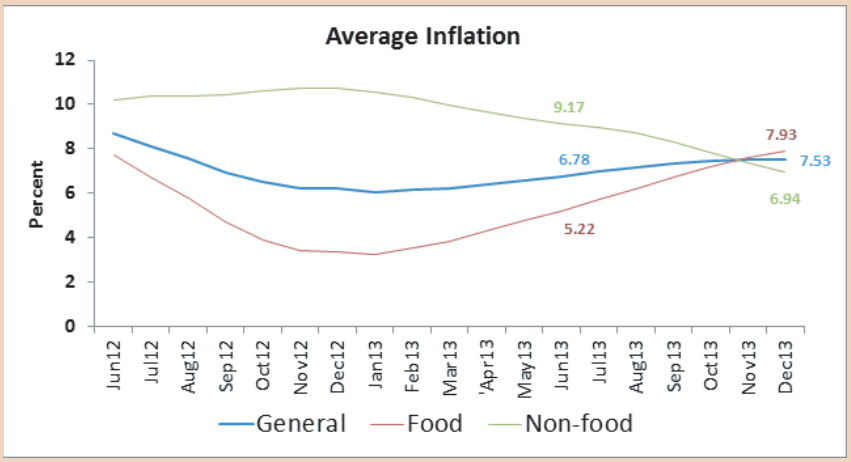

অর্থবছর'১৪ এর দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি

অর্থনীতির সাম্প্রতিককালের এসব গতিধারা বিবেচনায় রেখে জুন ২০১৪ শেষে গড় মূল্যস্ফীতি ৭.০ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ যোগান পর্যাপ্ততা নিশ্চিত রাখার অভিপ্রায়ে ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অর্থবছর'১৪ এর দ্বিতীয়ার্ধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তার আয়ত্তাধীন আর্থিক ও মনিটারি উভয় হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করে ঘোষিত মুদ্রানীতির লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকবে।

অর্থবছর ২০১৩-১৪ এর দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রানীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ

- মুদ্রানীতির প্রোগ্রামে জুন ২০১৪ শেষে ঋণ প্রবাহ সূচকগুলোর উর্ধ্বসীমা ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো ২০১৩-১৪ এর প্রথমার্ধের চেয়ে সামান্য ভিন্নতর (সারণি)। তবে, ব্যাপক মুদ্রা ও বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ১৭.০ শতাংশ ও ১৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির হার জিডিপি প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য যে কোনো বাস্তবানুগ উচ্চতর মাত্রা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত হবে বলে অনুমিত হয়।
- ভোক্তা মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগামিতা, আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারের পর্যাপ্ত তারল্য পরিস্থিতি এবং স্থিতিশীল সুদহার ও বিনিময় হার বজায় থাকায় নীতিহার বা সিআরআর/এসএলআর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোকে উৎপাদনশীল খাতে ও প্রকৃত ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ সরবরাহের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের মাত্রা পরিমিত অর্থাৎ অর্থবছর'১৪ এর বাজেটে ঘোষিত ২৬০ বিলিয়ন টাকার মধ্যে থাকবে (এবং এটা বেসরকারি খাতের ঋণ যোগান পাওয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবেনা) বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবার সুবিস্তার অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।
- মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেলগুলো সুগম করার লক্ষ্যে ক্রেডিট ও ডেবিট মার্কেট শক্তিশালী করা এবং সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেট কার্যক্রম সাবলীল করা মুদ্রানীতির অন্যতম ফোকাস হিসেবে বিবেচিত হবে। আর্থিক খাতের বিধি-বিধান আধুনিকায়ন এবং সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতামূলক স্বচ্ছ কর্পোরেট সুশাসন দৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।
- ইসলামি ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে তিনমাস মেয়াদি একটি নতুন ইসলামিক বন্ড চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।
- দেশের বড় কর্পোরেট গ্রুপগুলোকে অর্থায়ন যোগানের জন্য ব্যাংকগুলোর চেয়ে পুঁজিবাজারে ইক্যুয়িটি ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- অর্থনীতির বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা অর্জন ও বিনিময় হারে অস্বাভাবিক অস্থিতিশীলতা পরিহার করাও মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

ঋণ ও আর্থিক নীতিতে অনেকগুলো উৎপাদন সহায়ক ও বিনিয়োগবান্ধব প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে

- অর্থবছরের প্রথমার্ধের অস্থির পরিস্থিতির সূত্রে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণে সাময়িক নমনীয়তার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান;
- চামড়া ও সিরামিকসের মতো নতুন খাতগুলোকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) এর আওতায় আনা ও সুদহার সাময়িক এক শতাংশ হ্রাস করা;
- দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা দরিদ্র উদ্যোক্তাসহ নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন।

পরিশেষে, জুলাই ২০১৪তে পরবর্তী এমপিএস (মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট) ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত মুদ্রানীতিতে পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যেকোনো পরিবর্তন মাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত মনিটারি পলিসি কমিটির মাধ্যমে সমন্বয়ের সুযোগ আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

■ *লেখক : উপ মহাব্যবস্থাপক, এমপিডি, প্রধান কার্যালয়*

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ ও হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২, সচিব বিভাগ ও ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট তত্ত্বাবধান করছেন। বর্তমানে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। এ সাক্ষাৎকারে তিনি বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

মানব সম্পদ উন্নয়নে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে বলুন।

মানব সম্পদ একটি প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। তাই বিশ্ব পরিমণ্ডলের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ব্যাংকের কর্মকর্তারা ব্যাংকের অর্থায়নে ব্যাংকিং পেশার সাথে সম্পর্কিত ব্যাংকিং, ফিন্যান্স, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে দেশে এবং বিদেশে ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করছেন এবং চলতি বছর হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষভাবে পরিচালিত সান্ধ্যকালীন কোর্সে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক ভাবে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আধুনিকায়নের

নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল

ধারাবাহিকতায় সামগ্রিক কাজের মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যাংকের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আত্মিক সম্পৃক্ততা নিবিড়করণ, কর্মসহায়ক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে উত্তম কাজের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সেরা কর্মীকে পুরস্কৃত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যান্ড রিওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, কাজের সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বমানের কর্মমূল্যায়ন পদ্ধতি (Performance Management System) চালু করা হয়েছে।

হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টে দাপ্তরিক কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আধুনিক, ডিজিটালাইজড কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে SAP বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বদলি, বহাল, চিকিৎসা, অবসরগ্রহণ, বেতন বৃদ্ধি, বেতন-ভাতাদিসহ চাকরিকালীন ও অবসর-পরবর্তী যাবতীয় দেনা-পাওনার হিসাবায়ন ইত্যাদির যাবতীয় তথ্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ERP অ্যাপ্লিকেশনের

“বাংলাদেশ ব্যাংকের মানব সম্পদকে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে চট্টগ্রামে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এ বিষয়ে কাজ এগিয়ে চলছে। তাছাড়া পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মপ্রবাহ অনুসরণের লক্ষ্যে বর্তমানে কর্মকর্তাদের যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা চালু রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

– আহমেদ জামাল
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক

মাধ্যমে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও তাদের নিজ নিজ মাসিক বেতন, বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, স্টাফ অর্ডার, নোটিশ, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইত্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্ট্রানেট পোর্টালের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হতে পারছেন। এছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উন্নয়নকৃত সফ্টওয়্যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সকল অফিস/বিভাগে ইনওয়ার্ড- আউটওয়ার্ড কার্যক্রম অটোমেটেড করা হচ্ছে। ই-নোটিং পদ্ধতি চালু করার বিষয়টিও সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। ২০১০ সাল হতে ই-রিক্রুটমেন্ট চালু হয়েছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করায় হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টে তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য প্রবাহসহ দাপ্তরিক সার্বিক কর্মকাণ্ডে এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।

নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি তথা সামগ্রিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আনা হয়েছে কি?

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে Course Content এর ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ ব্যাংক গড়ে তুলতে হলে তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানব সম্পদ প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে বর্তমানে ICT এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের Course Content এ ICT বিষয়ে Partial Module অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা পরিবর্তন করে বর্তমানে Full Module অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের পরীক্ষার প্রশ্নমানের পরিবর্তন আনা হয়েছে। পূর্বের Short প্রশ্নের স্থানে বর্তমানে Broad প্রশ্নের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞানের যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর নিজস্ব ভবনে বর্তমানে স্থানীয় প্রশিক্ষণসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। Faculty Development এর মাধ্যমে বর্তমানে বিবিটিএ'র নিজস্ব ফ্যাকাল্টি মাধ্যমসহ অধিকাংশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। যা সার্বিকভাবে পূর্বের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল

বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জনবল থাকা একান্ত অপরিহার্য। আপনারা জানেন, বিশ্ব অর্থনীতির হালচাল প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তনের ঢেউ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অর্থনীতির ওপরও এসে পড়েছে। এসব পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। এজন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল যারা এসব পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবে। তাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমাদের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকা আবশ্যক। আপনারা জেনে খুশি হবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মানব সম্পদকে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে চট্টগ্রামে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এ বিষয়ে কাজ এগিয়ে চলছে। তাছাড়া পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মপ্রবাহ অনুসরণের লক্ষ্যে বর্তমানে কর্মকর্তাদের যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা চালু রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। পাশাপাশি মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যমী কর্মকর্তাদের আকৃষ্ট করা এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রফেশনালিজম সৃষ্টি করতে বাস্তবতার নিরিখে আর্থিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আপনি যে কার্যক্রমগুলোর কথা বললেন সেগুলো বাস্তবায়নে কোন চ্যালেঞ্জ রয়েছে কী?

আমি আগেই বলেছি আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তুলতে হলে আন্তর্জাতিক মানের জনবল থাকা আবশ্যক। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার কারণে মেধাবী ও সেরা প্রার্থীরাই নিয়োগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু যথাযথ আর্থিক প্রণোদনার অভাবে তাদের অনেককেই ধরে রাখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে মেধাবী কর্মকর্তাদের ধরে রাখতে হলে যথাযথ আর্থিক সুবিধাদি, বেতন-ভাতাদি প্রদান করা একান্ত জরুরি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে এ বিষয়ে একা কিছু করা সম্ভব নয়। বিষয়টিতে সরকারের অনুমোদনের আবশ্যকতা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে কাজ চলছে। বর্তমানে মেধাবী কর্মকর্তাদেরকে ধরে রাখাই অন্যতম চ্যালেঞ্জ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পরিবারের জন্য কল্যাণমুখী ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম চালু আছে। সম্প্রতি আরো অনেক কল্যাণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের লাঞ্চ সাবসিডি ও ইফতারি ভাতার পরিমাণ বাজারদরের সাথে যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে, দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগের সুবিধার্থে সহকারী পরিচালক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় মোবাইল ফোন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাপূর্বক সহকারী পরিচালক হতে উপ মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের আওতায় আনা হয়েছে। নির্বাহী পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক ও উপ মহাব্যবস্থাপকদের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুনর্বহালের হার যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর উত্তর ছুটিতে গমনকালে উপহার সামগ্রী প্রদানের ব্যয় ও আপ্যায়ন ব্যয় নির্বাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, মোটরসাইকেল আগামের সিলিং বৃদ্ধি করা হয়েছে, মৃত্যুপরবর্তী অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষত এ অনুদানের অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানের বিধান করা হয়েছে। ডে-কেয়ার সেন্টারকে আধুনিকায়ন ও তার পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। পোষ্য কোটায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। দীর্ঘদিন দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োজিত এরকম অনেক কর্মচারীকে চাকরিতে নিয়মিত করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে এধরনের আরো অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সৃজনশীল লেখকেরা

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং শাখা অফিসের বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাঝেও অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সৃজনশীল লেখালেখির সাথে জড়িত আছেন। তাঁরা সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন শাখায় লেখালেখি করছেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাপ্তাহিক ও বিশেষ সংকলনে নিয়মিত লেখা প্রকাশ করে সাহিত্যজগতে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এদের মধ্যে অনেকে আবার জনপ্রিয় লেখক হিসেবেও সুপরিচিত। ইতিপূর্বে পরিক্রমায় প্রকাশের জন্য স্বনির্বাচিত একটি বই প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছিল। আমাদের অনুরোধে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের গ্রন্থসহ লেখক পরিচিতি প্রদান করা হ'লো।

গল্প : ***ইচ্ছে করে আকাশ ছুঁই***
সৈয়দ নূরুল আলম

সৈয়দ নূরুল আলম গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব শাখায় লিখলেও নিজেকে গল্পকার হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশটি। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর যুগ্ম পরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

কবিতা : ***আমার রূপসী বাঙলা***
সামসুর রহমান মুকুল

দু'টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। শিশুদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা থেকেই তিনি এই শিশুতোষ বই প্রকাশ করেন। সামসুর রহমান মুকুল বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে যুগ্ম পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

কবিতা: ***মনরূপ নিয়ে বাঁচে কবিতাকার***
জয়ন্ত কুমার দেব

জয়ন্ত কুমার দেব নিয়মিতভাবে গল্প ও কবিতা লেখালেখি করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া অফিসে উপ পরিচালক পদে কর্মরত রয়েছেন।

গল্প : ***আবেগের ঘ্রাণ এবং রাধা***
শৈলেন্দ্র নাথ বর্মা

লেখক শৈলেন্দ্র নাথ বর্মা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া ও নাটক লিখেছেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত একজন গীতিকার এবং নাট্যকার। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের রংপুর অফিসে উপ পরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

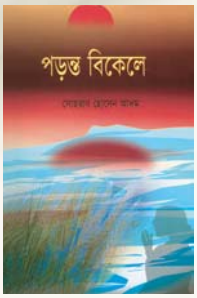

কবিতা : ***পড়ন্ত বিকেলে***
সোহরাব হোসেন

সোহরাব হোসেন নিয়মিত কবিতা ও গল্প লেখেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে উপ ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

কবিতা : ***সত্যের বন্ধন***
মোঃ আলমগীর হোসেন

মোঃ আলমগীর হোসেন নিয়মিত কবিতা লিখেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর অফিসে কেয়ার টেকার-২য় মান হিসেবে কর্মরত আছেন।

গবেষণাগ্রন্থ : ***Sericulture***
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মূলত গবেষণাধর্মী লেখালেখি করেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জার্নাল এবং দৈনিক পত্র-পত্রিকাতে তার গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

ইংরেজি কবিতা : ***Melancholy***
মোঃ ময়েজ উদ্দীন

লেখক মোঃ ময়েজ উদ্দীনের লেখা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস থেকে উপ ব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন।

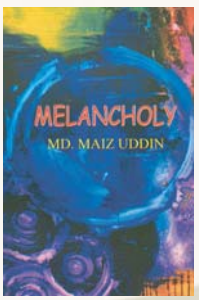

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

যাঁরা অবসরে গেলেন...

মোঃ আখতারুজ্জামান

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২২/৯/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
৬/২/২০১৪
বিভাগ ঃ গবেষণা বিভাগ

মোঃ হেলাল উদ্দিন

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৭/১১/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি :
০৬/০২/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-৪

মোঃ তাজুল ইসলাম

(যুগ্ম পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৭/৪/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/১২/২০১৩
বিভাগ ঃ ডিবিআই-১

মোঃ মোহসিন মিয়া

(যুগ্ম পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
৩০/০৩/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/১২/২০১৩
বিভাগ ঃ ডিসিএম

মোঃ হাফিজুর রহমান খান

(যুগ্ম পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৫/০৬/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/১২/২০১৩
বিভাগ ঃ ডিসিএম

মোঃ মনিরুজ্জামান সরকার

(যুগ্ম পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
০৯/০১/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৩
বিভাগ ঃ এসএমই এন্ড এসপিডি

রওশন আরা বেগম

(অপারেশন ম্যানেজার)
ব্যাংকে যোগদান :
২৫/০২/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
০২/০১/২০১৪
বিভাগ ঃ আইএসডিডি

এ বি এম জুলফিকার হায়দার

(ডি,এম (ক্যাশ))
ব্যাংকে যোগদান :
০৬/০১/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৩
বগুড়া অফিস

মো: এবাদুর রহমান

(ডি,এম (ক্যাশ))
ব্যাংকে যোগদান :
০৬/০২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/১২/২০১৩
বগুড়া অফিস

মো: আফতাবউদ্দিন-২

(ডি,এম (ক্যাশ))
ব্যাংকে যোগদান :
০৬/০২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
০৪/০১/২০১৪
বগুড়া অফিস

মো: আজিজার রহমান

(ডি,এম (ক্যাশ))
ব্যাংকে যোগদান :
০১/০৬/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৩
বগুড়া অফিস

মোঃ নজরুল ইসলাম খান-২

(সহকারী পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৮/০১/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
০৩/০১/২০১৪
বিভাগ ঃ এসিএফআইডি

মোঃ আবদুল মতিন-২

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
১০/০৮/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/১২/২০১৩
বিভাগ ঃ এসিএফআইডি

মো: আব্দুল কুদ্দুস খান

(সিনিয়র কেয়ার টেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
২৭/০২/১৯৭৪
অবসর উত্তর ছুটি :
২৯/১২/২০১৩
বগুড়া অফিস

শোক সংবাদ

মোঃ মাহবুব আলম ভূঁইয়া

উপ পরিচালক,
ডিবিআই-১, প্র.কা.
জন্ম ঃ ৩১/১২/১৯৬৬
ব্যাংকে যোগদান ঃ
০৬/০৪/১৯৮৯
মৃত্যু ঃ ২১/০১/২০১৪

শামীমা আক্তার

সহকারী পরিচালক
জন্ম ঃ ০১/১০/১৯৮২
ব্যাংকে যোগদান ঃ
৩০/০৫/২০১১
মৃত্যু ঃ ০৮/০২/২০১৪

কিউ.এম.এ.মোক্তাদির ফরিদী

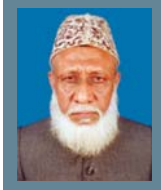

সাবেক যুগ্ম পরিচালক
জন্ম ঃ ০১/০১/১৯৪৬
ব্যাংকে যোগদান ঃ
০৩/০৮/১৯৬৬
মৃত্যু ঃ ১২/১২/২০১৩

মোঃ আব্দুল আজিজ

সাবেক কেয়ারটেকার-২য়
মান (ক্যাশ), সিলেট অফিস
জন্ম ঃ ০১/০১/১৯৫০
ব্যাংকে যোগদান ঃ
২২/০৪/১৯৭৬
মৃত্যু ঃ ২১/১২/২০১৩

[উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্ ১৮৬৫ সালের ১৩ জুন জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রোমান্টিক ভাবধারার পুনঃ অভ্যুদয়ে আইরিশ সাহিত্য আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইয়েটস্ ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব। আইরিশ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি তাঁর মারাত্মক ঝোঁক ছিল। ইয়েটস্‌ের কবিতায় প্রবল ভালোবাসা আর প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ পাওয়া যায়। ইয়েটসকে 'সিম্বলিস্ট মুভমেন্ট'-এর অন্যতম রূপকার হিসেবে ধরা হয়। শুরুর দিকে তাঁর কবিতায় রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা থাকলেও পরবর্তীতে তিনি একজন 'আধুনিক' কবি হিসেবে পরিগণিত হন। ইয়েটস্ ১৯২৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বিখ্যাত এই আইরিশ কবি ১৯৩৯ সালের ২৮ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।]

ইনিস্‌ফ্রি দ্বীপ

উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্
অনুবাদ ঃ ভাস্কর পোদ্দার

আমি উঠে এখনই ইনিস্‌ফ্রি যাব;
খড়-লতাপাতা দিয়ে সেখানে কুঁড়ে ঘর বানাব
সেখানে থাকবে নয় সারি সীম গাছ,
মৌমাছির জন্য থাকবে মৌচাক,
আমি একাকী থাকব
আর মৌমাছির গুঞ্জন শুনব।
আমি কিছুটা শান্তি পাব সেখানে
কেননা
ভোরের শিশিরের শব্দের মতো
ধীরে-অতি ধীরে
শান্তির সুশীতল সমীরণ বইবে সমস্ত দ্বীপ জুড়ে,
ঝিঁ ঝিঁ পোকার গানে সকাল হবে,
তারার মিটিমিটি আলোয় প্লাবিত হবে মধ্যরাত্রি,
সূর্যের নরম আলোয় সারাটা দুপুর হবে উদ্ভাসিত
আর লিনেট পাখির ডানার শব্দে সেখানে সন্ধ্যা নামবে।
আমি উঠে এখনই ইনিস্‌ফ্রি যাব;
সমস্ত রাত্রি সমস্ত দিন
আমি শুধু তীরে আছড়ে পড়া হ্রদের জলের
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনি,
নাগরিক জীবনের বদ্ধ চৌহদ্দিতে
আমার অতিষ্ট আত্মার গভীরে
কেবলই জল পড়ার শব্দের প্রতিধ্বনি শুনি।

■ *কবি পরিচিতি: ডিডি, ইতিহাস গবেষণা টীম*

ইচ্ছে ঘুড়ি

মোঃ জাহেদুল ইসলাম

আমি রইবো নাকো ঘরের কোণে
যাব সেথায় হৃদয় টানে
কোথায় যাব, ঘুরব কোথা
কেউ নাহি তা জানে
আমি পরাণ ভরে দেখব বিশ্ব
জানব তাহার মানে।
আমি এদেশ থেকে ওদেশ যাব
বিশ্ব ঘুরে প্রাণ জুড়াব
মনের চাওয়ায় এখান থেকে যাব সেখানে
আমি সেথায় যাব যেথায় যেতে
আমার মন টানে।
আমি ঘুরব সারা জগৎ জুড়ে
পাহাড়-নদী, বন-বাদাড়ে
মিটিয়ে মনের আশ
আমি দেখব সারা জগৎটাকে
আছে সে বিশ্বাস।
আমি পাহাড় চূড়ায় আকাশ ছোঁব
সাগর তলে মুক্তা নেব
নদীর জলে নেমে করব ঢেউয়ের সাথে খেলা
বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে কাটাব সারা বেলা।
আমি সুরে সুরে সুর মিলাব
মিষ্টি পাখির গানে
আমি করব সে কাজ যে কাজেতে
আমার এ মন টানে।
আমি রকেট চড়ে আকাশ ফুঁড়ে
ছুটব তারার পানে
আমি যাব সেথায় যেথায় যেতে
আমার হৃদয় টানে।

■ *কবি পরিচিতি: জেডি, পরিসংখ্যান বিভাগ*

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

পুনর্কথন নয় পুনঃকথন

ভোলানাথ লিখে আনে পুনর্কথন
পণ্ডিত ক'ন, 'ওরে গেল ব্যাকরণ!
বিচার কর না কিছু সন্ধি-সমাস
অভিধানও দেখছ না নেই অভ্যাস।
শুদ্ধ শব্দ হল পুনঃকথন
বুঝে নিতে সন্ধির পাঠে দাও মন।'

অনেকেই ভুল করে লেখেন পুনর্প্রকাশ, পুনর্কথন ইত্যাদি। পুনঃ+বার=পুনর্বার, পুনঃ+জন্ম=পুনর্জন্ম-সন্ধির নিয়মানুসারে এই শব্দগুলো শুদ্ধ। কিন্তু পুনর্প্রকাশ, পুনর্কথন এগুলো কি শুদ্ধ? বিষয়টাকে একটু খতিয়ে দেখা যাক্।
ব্যাকরণ কী বলে? ব্যাকরণ বলে, পদের অন্তস্থিত 'র্' ও 'স্' স্থানে সংস্কৃতে বিসর্গ হয়। যেমন, পুনর্-পুনঃ, অহর্-অহঃ, অন্তর্-অন্তঃ, মনস্-মনঃ, বয়স্-বয়ঃ ইত্যাদি। র্-স্থানে যে বিসর্গ হয়, তাকে বলে র্-জাত বিসর্গ, আর স্-স্থানে যে বিসর্গ হয়, তাকে বলে স-জাত বিসর্গ।
সন্ধিসূত্র অনুসারে, 'স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকলে অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গ নিজ মূলরূপ অর্থাৎ র্-ভাব ফিরে পায় এবং এই র্ পরবর্তী স্বরে যুক্ত হয়। যেমন পুনঃ+গঠন=পুনর্গঠন, প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ। এখন কথা হচ্ছে, পুনর্প্রকাশ, পুনর্কথন শুদ্ধ নয় কেন? দুটি শব্দেই পুনঃ শব্দটির শেষে অ-কারের পর র-জাত বিসর্গ আছে। কিন্তু শুধু র-জাত বিসর্গ থাকলেই চলবে না। সূত্রমতে পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণটিকে স্বরবর্ণ হতে হবে কিংবা বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ হতে হবে, নতুবা য র ল ব হ হতে হবে। কিন্তু 'প্রকাশ', 'কথন' এ দুটো শব্দের 'প' ও 'ক' হচ্ছে বর্গের প্রথম বর্ণ। এ দুটির কোনটিই বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ নয়। সেজন্যই পূর্ববর্তী শব্দের র-জাত বিসর্গ এখানে নিজ মূলরূপ অর্থাৎ র্-ভাব ফিরে পাবে না। কিন্তু সন্ধিসূত্র মনে না রাখার ফলে এ জাতীয় ভুল শব্দ (পুনর্তদন্ত, পুনর্খনন) গঠিত হচ্ছে। যাঁরা লিখছেন তাঁরা ভাবছেন, পুনঃ+জন্ম=পুনর্জন্ম হলে পুনঃ+প্রকাশ=পুনর্প্রকাশ হবে না কেন? 'পুনর্কথন'ই বা হবে না কেন? এরকম ভেবে কখন যে তারা 'প্রাতঃকাল' না লিখে 'প্রাতর্কাল' কিংবা 'অন্তঃকরণ' না লিখে 'অন্তর্করণ' লিখে বসবেন কে জানে?

মৌমিতা এবং আমি

মোঃ মাছুম পাটোয়ারী

আমার মেয়ে মৌমিতা এবারে ঈদ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছে।

আমি গ্রামের ছেলে। স্কুলজীবন গ্রামে শেষ করতে হয়েছে। তাই লেখাপড়া ছাড়া গান, গল্প বলা বা বাঁশি বাজানো- এধরনের আলাদা কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হতে পারিনি বা সে সুযোগও হয়ে ওঠেনি। লেখাপড়া ছাড়া আমার অন্য কোনো গুণ না থাকায় পুরস্কার বলতে ক্লাসে ১ম হওয়ার সুবাদে দু-একটা বই পেতাম। তাও আবার মনীষীদের জীবনী বা ধর্মগ্রন্থ জাতীয় বই। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মনে মনে খুব আক্ষেপ ছিল। পরবর্তীতে সাংসারিক জীবনে এক সময় ভাবলাম আমার দ্বারা যা সম্ভব হয়নি তা আমার সন্তানের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করব।

মৌমিতা যখন ৫-৬ বছরের তখন থেকে লেখাপড়ার পাশাপাশি গান, গল্প লেখা, ড্রইংয়ের প্রতি তার আগ্রহ বাড়ানোর দিকে নজর দিলাম। এ জন্য বাসায় হারমোনিয়াম কিনলাম, গিটার কিনলাম এবং ড্রইং করার জন্য রং পেন্সিল, তুলি, রং কিনে আনলাম। এসব দেখে সে খুব খুশি। আঁকাআঁকির সরঞ্জাম পেয়ে সে প্রথমেই বললো, 'আব্বু তোমার একটা ছবি আঁকি ?' আমি বললাম, 'ঠিক আছে'। এরপর সে বললো, 'তুমি ঠিক হয়ে বসো।' একটু দূরে বসে সে তার একটি স্কুল খাতায় রং পেন্সিল দিয়ে কি জানি ঘষাঘষি করলো। কিছুক্ষণ পর বললো, 'হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করো।' আমি চোখ বন্ধ করলাম। মেয়ে আমার চোখের সামনে এনে খাতা ধরলো এবং বললো, 'চোখ খোল।' দেখি এঁকেছে ল্যাম্প পোস্টের মাথায় বড় একটা বলের ওপর আঁকিবুকি। বললাম, 'একি ! এটা কি এঁকেছো ?' সে বলল, 'আমি কি করব, তুমি নড়াচাড়া করেছো, তাই এরকম হয়ে গেছে।'

যা হোক, এরপর শুরু হলো আর্ট টিচারের কাছে গিয়ে ছবি আঁকা শেখা। স্কুল ম্যাগাজিনে প্রত্যেক বছর তার আঁকা ছবি ছাপা হয়, সে খুব খুশি। কিন্তু কোনো পুরস্কার পায় না অর্থাৎ ১ম, ২য়, ৩য় হয় না। যাও-বা একবার ১ম পুরস্কার পেল তাও সুঁই-সুতা খেলায়। যা হোক সেটাই কম কিসের। এবার বাংলাদেশ ব্যাংকে ঈদ এবং নববর্ষ কার্ডে ব্যবহারের জন্য ছবি চেয়ে বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা হলো। প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তিটি আমি তাকে বাসায় নিয়ে দেখালাম। সে জানতে চাইলো, 'কোন্ কোন্ বিষয়ে আঁকতে পারবো ?'- আমি বললাম 'নববর্ষ বা ঈদ- এর মধ্যে যে কোনো একটা।' মৌমিতা সাথে সাথে বললো, 'ঈদ কার্ডের জন্য ছবি আঁকি ?' আমি না করলাম না। মেয়েরও যা বলা তাই করা। আঁকলো শহরে ঈদের ছবি। আমি তখন বললাম, 'গ্রামের হলে ভালো হতো।' সে বললো, 'আমি তো গ্রামের ঈদ দেখিনি।' তার আঁকা ছবিটি হলো এ রকম- রোজার শেষে ঈদের চাঁদ উঠেছে। সে তার বাবা-মা-ভাই-বোনসহ বাসার ছাদে উঠে চাঁদ দেখছে। সবাই হাততালি দিচ্ছে। পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদে ছেলেমেয়েরা চাঁদ দেখছে আর বাজি ফোটাচ্ছে।

ছবিটি যথারীতি জমা দেয়া হলো। এরপর তার আর তর সয় না। ছবিটি পুরস্কার পাবে কি পাবে না, এ বিষয়ে কোনো খবর আছে কিনা, ২/১ দিন পর পর আমার কাছে জানতে চায়। অবশেষে একদিন আমাকে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট থেকে টেলিফোনে জানানো হলো মৌমিতা সান্ত্বনা পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। আমি বাসায় গিয়ে তাকে সংবাদটি জানালাম। সে জানতে চাইলো কি পুরস্কার দেয়া হবে। বললাম, 'পুরস্কার তুমি কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যে ফ্লোরে বসে সেখানে গিয়ে নেবে! ' সে একটু আনন্দিত হলো, কিন্তু কি পুরস্কার তা নিয়ে কৌতূহল রয়েই গেল।

পরদিন আমি বাসা থেকে রওনা হওয়ার সময় বলল- পুরস্কারটি কি একটু জেনে এসো। আমি এইচআরডিতে টেলিফোন করে জানলাম পুরস্কারটি সম্ভবত প্রাইজবন্ড। আমি বাসায় গিয়ে তাকে বললাম দুই হাজার টাকার প্রাইজবন্ড। দুই হাজার টাকার কথাটা বললাম এ জন্য, আবার যাতে আমার এ বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়।

যাক্, পুরস্কার দেবার দিন যথারীতি ব্যাংকের কনফারেন্স রুমে আমার স্ত্রী ও মেয়েসহ হাজির হলাম। তখন আমি গর্বিত বাবা কারণ আমার মেয়ে আর্ট প্রতিযোগিতায় সান্ত্বনা পুরস্কার পাচ্ছে। পুরস্কার দেয়া হলো, ছবি তোলা হলো। পুরস্কারের খামটি আঠা দিয়ে লাগানোর পর ফিতায় মোড়ানো। মৌমিতা বারবার খুলে দেখতে চাইল। আমি বললাম, 'বাসায় গিয়ে দেখো।' বাসায় গিয়ে খাম খুলে দেখে এক হাজার টাকার প্রাইজবন্ড। আমি অফিস থেকে বাসায় গিয়ে দেখি তার মন একটু ভালো একটু খারাপ। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললো, 'পুরস্কার পেয়েছি এজন্য ভালো, কিন্তু তুমি বলেছিলে দুই হাজার টাকার প্রাইজবন্ড।' আমি এই কথা শুনে বললাম, 'দেখো এই প্রাইজবন্ডের ওপর লটারি হয় যার ১ম পুরস্কার হিসেবে ছয় লক্ষ টাকা দেয়া হয়।" সে খুশিতে টগবগ করে উঠলো।

মৌমিতা আমার শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের স্বপ্নগুলো কি ধরতে পেরেছে ?

■ *লেখক : মহাব্যবস্থাপক*
এসএমই এন্ড এসপিডি, প্রধান কার্যালয়

২০১৩ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

আসমা আক্তার
বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, দনিয়া, ঢাকা

মাতা: শাহিদা আক্তার
পিতা: মোঃ শামসুল হক-১৫
(ডিডি, ডিএমডি, প্র.কা.)

আদীব আদনান (অংকন)
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: ফারজানা কাবেরী
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
(ডিজিএম, ডিওএস, প্র.কা.)

রাহ্‌নুমা বিন্‌তে নূর (রোদেলা)
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: মোসাঃ সাম্মি আখতার আমিন
পিতা: মোঃ নূরুন্নবী সরকার
(এডি (প্রকৌঃ-পুর), সিএসডি-২, প্র.কা.)

আদিবা রহমান মীম
শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা

মাতা: হামিদা বেগম
(ডিডি, বিবিটিএ)
পিতা: মোঃ মিজানুর রহমান

মাইশা মালিহা (দেয়া)
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাতা: মোসাঃ মন্নুজান নাহার (মুন্নি)
পিতা: মোঃ মোখলেছার রহমান শাহ্
(এডি, (প্রকৌঃ-পুর), সিএসডি-২, প্র.কা.)

মোঃ ইরফান সাদিক
ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দনিয়া, ঢাকা

মাতা: হাফিজা খাতুন
পিতা: মোঃ মুকবুল হোসেন
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

২০১৩ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

ফারহান ফিদা
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: ফাহমিদা ইয়াসমিন
পিতা: মোঃ আমির হোসেন
(ডিডি, বিআরপিডি, প্র.কা.)

রিফা তামান্না
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাতা: শাহানাজ পারভীন
পিতা: মোঃ আবদুর রাজ্জাক
(ডিডি, ইএমডি, প্র.কা.)

খায়রুন্নেসা লিমা
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: ফাতেমা খাতুন
পিতা: মোঃ খলিলুর রহমান
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, গভর্নর সচিবালয়, প্র.কা.)

মোঃ তামিম শাহ্‌রিয়ার (তূর্য)
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: নাছিমা খাতুন
(ডিডি, এসিএফআইডি, প্র.কা.)
পিতা: মোল্লা মতিয়ার রহমান

ফারজানা হক প্রমি
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: নাজনীন বেগম
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: এমদাদুল হক

কাজী সিফাত বিন আহসান
সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: সামসুন নাহার
(এএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: কাজী আহসান উল্যাহ

বিশালাক্ষ্মী রায় নদী
সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট

মাতা: প্রণতি রাণী রায়
পিতা: কালিপদ রায়
(ডিডি, সিলেট অফিস)

মোঃ মহসিন হাসান শাওন
বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল, সিলেট

মাতা: জাহানারা বেগম
পিতা: মোঃ ইজ্জত আলী
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, সিলেট অফিস)

মোঃ তাওসিফ জাহিন
ব্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট

মাতা: সাইদাতুন্নিছা
পিতা: মোঃ মতিউর রহমান সরকার
(ডিডি, সিলেট অফিস)

মোঃ আরমান হাসান
কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: মোছাঃ ছালমা বেগম
পিতা: মোঃ ওসমান গণি
(সিনিঃ কেয়ারটেকার (ক্যাশ), রংপুর অফিস)

সুমাইয়া কবীর
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা

মাতা: সামসুন নাহার
পিতা: এইচ এম হুমায়ুন কবীর
(জেডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা.)

সুমাইয়া রহমান ফারিন
সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: ফাতেমা বেগম মায়া
পিতা: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
(ডিএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি

মোঃ নূরুল আমীন ভূঁইয়া

বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ নূরুল আমীন ভূঁইয়া ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে বহাল হয়েছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন। চাকরিজীবনে তিনি কম্পিউটার বিভাগ, আইএসডিডি ডিপার্টমেন্ট, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, মতিঝিল অফিস, ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করেন।

অফিস স্থাপনা ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধূমপানবিরোধী সচেতনতায় উদ্বুদ্ধকরণ ও কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসগুলোর সব স্থাপনা ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসগুলোর প্রবেশপথে এবং সব স্থাপনায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে 'ধূমপানমুক্ত এলাকা' লিখন সম্বলিত স্টিকার সংযোজনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২ হতে ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ একটি অফিস নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারে অস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগারে এখন থেকে অস্কারপ্রাপ্ত সকল চলচ্চিত্র পাওয়া যাবে। পাঠকদের আগ্রহ এবং চাহিদার কথা চিন্তা করে গ্রন্থাগার এই আয়োজন করেছে। ১৯২৯ সালে শুরু হওয়া প্রথম অস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র থেকে এ পর্যন্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল চলচ্চিত্রের পাশাপাশি পাওয়া যাবে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে বিশ্বখ্যাত অন্যান্য চলচ্চিত্র এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, তথ্যচিত্র এবং গান। পাঠকগণ গ্রন্থাগারে যোগাযোগ করে এসব চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, গান সংগ্রহ করতে পারবেন।

স্বীকৃতি ও শাস্তি

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান এবং অনিয়ম/অসদাচরণের জন্য তিরস্কৃতকরণ/শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারই আলোকে ২০১৩ এর ডিসেম্বর মাসে অনিয়ম/অসদাচরণের (কার্বন জাবেদা বহিতে ভিন্ন একটি এন্ট্রির ওপর কাটাকাটি ও ওভাররাইটিং করে স্ক্রল নম্বর, ক্রমিক নম্বর, গ্রাহকের নাম, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি পরিবর্তন করে রেজিস্টার উপস্থাপন) জন্য চট্টগ্রাম অফিসের একজন কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্যতার তারিখ হতে এক বছরের জন্য বন্ধ করা হয়েছে।

রংপুরে স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুরে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স-২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস, সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ খুরশেদ হোসেন ও রংপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবু রায়হান মিজানুর রহমান।

কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিজি এস. কে. সুর চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মকর্তা

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক আবুল মনসুর আহমদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ বজলার রহমান মোল্যা ও উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ। কনফারেন্সে রংপুরের ৮টি উপজেলার ৭২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে।

মহাব্যবস্থাপক মোঃ বজলার রহমান মোল্যা কনফারেন্সে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী স্কুল ব্যাংকিং কর্মসূচির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কনফারেন্সে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

নৃত্য পরিবেশনকারী সাংস্কৃতিক দলের সদস্যবৃন্দ

মুদ্রার ধারণা

টাঁকশালের গোড়ার কথা

যেখানে টাকা বানানো হয় সেটাই টাঁকশাল। ইংরেজিতে টাঁকশালকে বলা হয় মিন্ট (MINT)। 'মিন্ট' শব্দ থেকেই 'মানি' শব্দটির জন্ম। মানি শব্দের অর্থ টাকা।

পৃথিবীর প্রথম টাঁকশাল কোথায় তৈরি হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যাবে না। আমরা জেনেছি যে, যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও কয়েকশ বছর আগে তুরস্কের ছোট্ট একটি দ্বীপ লিডিয়াতে প্রথম ধাতুর মুদ্রা চালু হয়। যতদূর জানা যায়, এসব ধাতুর মুদ্রা টাঁকশালে তৈরি হতো। মনে করা হয়, লিডিয়ার রাজধানী সার্ডিসে এই টাঁকশাল ছিল।

সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে গিজিজ ইলেকট্রামের টাকা বানাবার জন্য প্রথম টাঁকশাল বসিয়েছিলেন। ইজিনা নামক দ্বীপেও রুপার টাকা বানাবার জন্য টাঁকশাল বসানো হয়েছিল। গ্রিসের লোকেরা ইতালি, পারস্য, ভারত ও ভূমধ্যসাগরের তীরের দেশগুলোকে মুদ্রা বানাবার কৌশল শেখায় এবং এসব স্থানে টাঁকশাল গড়ে উঠে। অন্যদিকে চিনারাও তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় টাঁকশাল বসায়। চিনাদের কাছ থেকে এ কৌশল জেনে নেয় জাপান ও কোরিয়া।

খ্রিস্টজন্মের অল্প কিছুদিন আগে রোমানরা ব্রিটেন জয় করে। তারপর নরমানরা ব্রিটেন দখল করে। এ সময় ব্রিটেনে টাঁকশাল থেকে বানানো মুদ্রাই বাজারে চালু ছিল। সারা ব্রিটেনে প্রায় ৭০টি টাঁকশালে টাকা বানানো হতো। তখন ব্রিটেনের পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা খুব খারাপ ছিল বলেই সারাদেশে এতগুলো টাঁকশাল দরকার হতো।

ব্রিটেনের এসব টাঁকশালের মালিক ছিল ঠিকাদাররা। তাদের বানানো টাকাগুলো ঠিকঠাক মাপের হচ্ছে কি না, সরকারি কর্মচারীরা তা পরীক্ষা করে দেখত। মুদ্রার ওজন কম হলে সরকার এসব ঠিকাদারকে কঠোর শাস্তি দিত। সাধারণত কম ওজনের মুদ্রা বাজারে ছাড়ার অপরাধে হাত কেটে ফেলা হতো। টাকা জাল করার অপরাধে এলোয় মেসট্রেল নামক এক ব্যক্তির ফাঁসি হয়েছিল। তখন ইংল্যান্ডের রানি ছিলেন প্রথম এলিজাবেথ।

তখনও পর্যন্ত টাঁকশালে ব্যবহৃত টাকা বানানোর যন্ত্রগুলো উন্নতমানের ছিল না। হাতুড়ি দিয়ে ধাতু পিটিয়ে পাত তৈরি করা হতো। তারপর মোটামুটি নির্দিষ্ট মাপে কেটে আঁকা হতো নক্শা। তারপর মেপে দেখা হতো মুদ্রার ওজন ঠিক হয়েছে কি না। প্রয়োজনে কেটেছেঁটে মুদ্রার ওজন ঠিক করা হতো।

আবার কোনো কোনো টাঁকশালে মুদ্রা তৈরি করার নিয়ম ছিল ভিন্ন। সেখানে ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে দেয়া হতো। তাতে তৈরি হতো নির্দিষ্ট চেহারা ও ওজনের টাকা।

মুদ্রা বানাবার মেশিনের প্রথম সুন্দর ধারণা দেন বিশ্বখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। ১৪৫২ সালে জন্ম নিয়ে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। ইতালির নাগরিক দ্য ভিঞ্চির আঁকা 'মোনালিসা' নামক ছবিটির কথা পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই জানে।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা টাকা তৈরির মেশিনের ছবিকে আদর্শ হিসেবে ধরে পরে অনেক উন্নত মেশিন বানানো হয়েছিল।

মুদ্রা কীভাবে তৈরি হয়

টাঁকশালে মুদ্রা তৈরি হয় নানা ধাতু দিয়ে। এসব ধাতুর মধ্যে আছে সোনা, রুপা, তামা, ব্রোঞ্জ ও অ্যালুমিনিয়াম। এসব ধাতুর কয়েকটি পরিমাণমতো মিশিয়ে মিশ্র ধাতু দিয়েও মুদ্রা তৈরি হতে পারে। টাঁকশাল সাধারণত দেশের সরকারের নির্দেশ অনুসারে মুদ্রা তৈরি করে। সে জন্য কোন্ ধাতু দিয়ে কেমন নক্শায় মুদ্রা বানানো হবে তা সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

প্রাচীন আমলে মুদ্রা তৈরির আগে ধাতু পিটিয়ে পাত বানানো হতো। তারপর সে পাতগুলো কেটে ছোট ছোট টুকরো করা হতো। এবার ছোট টুকরোগুলোতে নির্ধারিত নক্শার ছাপ দিয়ে মুদ্রা বানানো হতো। এ জন্য শক্ত ধাতু দিয়ে বানানো মোটা পাটাতনে মুদ্রার আকারে গর্ত করে এর ভেতর উল্টো করে ডিজাইনের ছাঁচ কাটা হতো। এ গর্তের ভেতর ছোট করে কাটা ধাতুর একটি করে টুকরো ঢুকিয়ে তার উপর বাটালের মতো একটি ধাতুর দণ্ড বসানো হতো। এ দণ্ডের প্রান্তে ও মুদ্রার অন্যপিঠের নক্শা উল্টো করে ছাঁচকাটা থাকত।

এবার হাতুড়ি দিয়ে দণ্ডটির অন্যপ্রান্তে জোরে পিটুনি দিলেই নির্ধারিত ডিজাইনের মুদ্রা তৈরি হয়ে যেত। তবে এ মুদ্রাগুলোর ডিজাইন শতভাগ নিখুঁত হতো না।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে অতি আধুনিক টাঁকশাল তৈরি হয়েছে। এসব টাঁকশালে ইস্পাতের তৈরি বড় বড় পাত্রে প্রথমে মুদ্রা বানানোর জন্য নির্ধারিত ধাতুগুলোকে গলিয়ে নেওয়া হয়। মিশ্র ধাতুর ক্ষেত্রে গলানোর সময়ই ধাতুকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়। তারপর গলিত ধাতু নির্ধারিত বিরাট সমতল পাত্রে ঢেলে পাত বানানো হয়। এরপর মেশিনের সাহায্যে পাতকে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। মুদ্রা বানানোর জন্য তৈরি এ পাতগুলোকে বলা হয় ব্ল্যাঙ্ক। এ ব্ল্যাঙ্কগুলো সমান মাপ ও সমান ওজনের হয়। এবার মুদ্রা বানানোর জন্য ব্ল্যাঙ্কগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয় কয়েনিং প্রেস মেশিনের কাছে। আমাদের দেশে ধান থেকে চাল বানানোর মেশিন আমরা অনেকেই দেখেছি। এতে মেশিন চালু করে দিয়ে ওপরের ঢালনিতে ধান ঢেলে দেওয়া হয়। আর মেশিনের ভেতর ধানের খোসা ছাড়িয়ে একটা নল দিয়ে অনর্গল চাল বেরোতে থাকে। কয়েনিং প্রেস মেশিনেও এভাবেই কাজ হয়। একটা নল দিয়ে ব্ল্যাঙ্কগুলো মূল মেশিনে ঢুকে যায়। মেশিনের ভেতর মুদ্রার উপরে ও নিচে যে নক্শা থাকবে তা উল্টো করে ছাঁচকাটা থাকে। তা ছাড়া মুদ্রার চারপাশে যদি কাটা কাটা দাগ থাকবে বলে নক্শায় নির্ধারিত থাকে, তাহলে ছাঁচে সে ব্যবস্থাও রাখা হয়। ব্ল্যাঙ্কগুলো মূল মেশিনের নির্ধারিত নক্শাকৃত গর্তে বসার পর অন্য নক্শাকৃত ঢাকনা উপরে এসে লাগে এবং প্রয়োজনমতো চাপ দেয়। এ রকম চাপের ফলে চমৎকার মুদ্রা তৈরি হয়ে যায়। আর সে মুদ্রাগুলো ধানকলের চালের মতো নল দিয়ে নিচে রাখা বাক্সে পড়তে থাকে। কোনো কারণে যদি একটি মুদ্রাও নির্ধারিত ওজন বা নক্শায় তৈরি না হয় তাহলে সেটি আলাদা নল দিয়ে বাতিল হিসেবে চলে আসে।

বানানো মুদ্রাগুলো টাঁকশালের আর একটি মেশিনে গোনা হয় ও একশটি করে প্যাকেট করা হয়। এই প্যাকেটগুলোও আবার মেশিনের

সাহায্যেই বড় প্যাকেটে ঢুকে যায়। যেসব দেশে মুদ্রা বানানোর টাঁকশাল আছে তারা নিজেদের মুদ্রা নিজেরাই বানায়। যেসব দেশের নিজস্ব টাঁকশাল নেই তাদের জন্যও মুদ্রা বানিয়ে দেয়। এজন্য অবশ্য টাঁকশাল কর্তৃপক্ষকে টাকা দিতে হয়।

কেনাবেচার জন্য ব্যবহৃত মুদ্রা ছাড়াও দেশের বিশেষ কোনো দিন বা ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বানানো হয় স্মারক মুদ্রা। স্মারক মুদ্রা সাধারণত সোনা বা রুপা দিয়ে বানানো হয়। এগুলো মানুষ শখ করে কেনে ও ঘরে জমিয়ে রাখে।

কাগুজে নোট

আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই কাগুজে নোটের প্রচলন আছে। কম খরচে ছাপা যায় এবং সহজে বহন করা যায় বলে কাগুজে নোট বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়।

কাগুজে নোটের জন্মও সুপ্রাচীন কালে। কবে ও কোথায় প্রথম কাগুজে নোট চালু হয়েছিল এ ব্যাপারে গবেষকরা কোনো নিশ্চিত তথ্য দিতে পারেননি। তবে

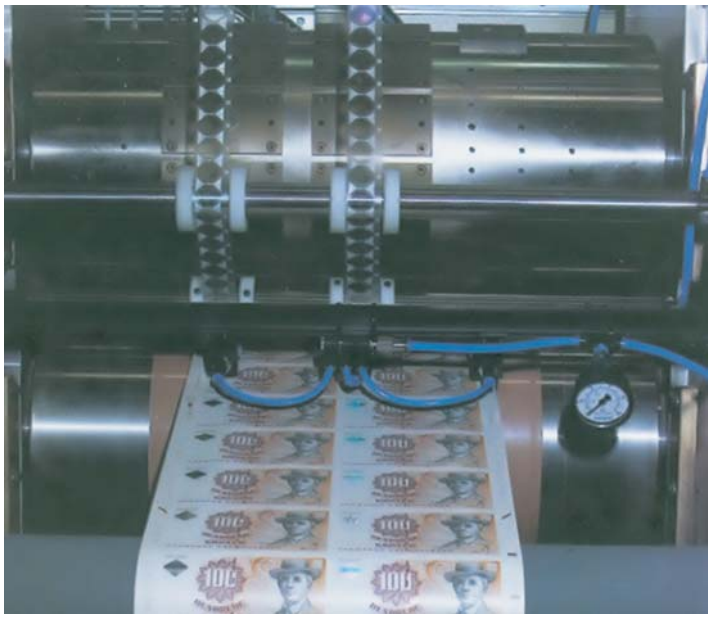

টাঁকশালে কাগুজে নোট ছাপা হচ্ছে

অনুমান করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব ৯৭০ সালে চিনদেশে প্রথম কাগুজে নোট চালু হয়। যিশুখ্রিস্টের জন্মের সময় থেকে আমরা খ্রিস্টাব্দের সাল গুনে থাকি। তাঁর জন্মের পূর্বেকার সময়কে খ্রিস্টপূর্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এর অর্থ প্রায় তিন হাজার বছর আগে প্রথম কাগুজে নোট চালু হয়েছে।

প্রাচীন আমলে ছাপযন্ত্রে কাগজ ছেপে টাকা বানানো হতো। তখনকার টাকার আকার বেশ বড় ছিল। বর্তমান সময়ে অফসেট মেশিনে বহু রংয়ের ডিজাইন ছাপার কৌশলেই টাকা ছাপা হয়। তবে অসাধু লোকেরা যাতে টাকা নকল না করতে পারে সে জন্যে টাকা ছাপার কাগজে কিছু নিরাপত্তাব্যবস্থা রাখা হয়। যেমন কাগজের ভেতর নিরাপত্তা সুতা ঢুকিয়ে দেওয়া, জলছাপ রাখা ইত্যাদি। তা ছাড়া নির্ধারিত ডিজাইনে টাকা ছেপে বিশেষ কালি দিয়ে উন্নত মেশিনে এক বা একাধিক ছাপ দেওয়া হয়, যাতে কাগজের উপর উঁচু উঁচু হয়ে কালি লেগে থাকে। আবার অন্ধ মানুষেরা যাতে টাকা ধরে সেটি কত টাকার নোট তা বুঝতে পারেন সে ব্যবস্থাও থাকে। কোনো কোনো টাকার এক বা একাধিক অংশ চোখের সামনে নাড়াচাড়া করলে রং বদলায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই টাকা ছাপার কারখানা আছে। তারা নিজেদের দেশের চাহিদা অনুসারে টাকা ছাপায়। আবার অন্য দেশের চাহিদা অনুসারে টাকা ছেপে দেয়। বাংলাদেশে একটি টাকা ছাপার কারখানা আছে, এটির নাম দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)

২০১২ সালে ৮৪০ মার্কিন ডলার
*২০১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ : ১৩৪১৭.৭৪
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ : ১৮৭৭০.৮২

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

জানুয়ারি ২০১৩ : ২৫৫৪.২৮
জুলাই-জানুয়ারি ২০১২-১৩ : ১৫১৫৪.০১
জানুয়ারি ২০১৪ : ২৭৫৩.৭৭
জুলাই-জানুয়ারি ২০১৩-১৪ : ১৭৪৩৯.৫৮

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

জানুয়ারি ২০১৩ : ১৩২৬.৯৯
জুলাই-জানুয়ারি ২০১২-১৩ : ৮৭২৮.৭৭
জানুয়ারি ২০১৪ : ১২৫০.০৩
জুলাই-জানুয়ারি ২০১৩-১৪ : ৮০২২.২৩

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ডিসেম্বর ২০১২ : ২৮৫৪.১১
জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২-১৩ : ১৭০৫৪.২৭
ডিসেম্বর ২০১৩ : ৩৩৫৫.২২
জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩-১৪ : ১৮৮১০.৬৮

ব্রড মানি (M_2) স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত : ৫৬৫৯.০৬
ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত : ৬৫৩৯.৭৯

রিজার্ভ মানি স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত : ১০৬৯.৯৫
ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত : ১২১২.২২

মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত : ৫৪৬৯.০২
ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত : ৬০৫৯.৬৯

বেসরকারি খাতে ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত : ৪৩২৮.৯২
ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত : ৪৭৮৭.৬৭

জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক**

জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৬.০৬
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৬.৬২
জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.৬০
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.৫০

(উৎস : তথ্য ও জনসংযোগ উপবিভাগ, গভর্নর সচিবালয়
**= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে*
***= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে)*

মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ

মনন, রুচিশীলতা, দেশপ্রেম আর আবেগের মিশেল বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিস চত্বরে স্থাপিত 'মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ'। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ মহান বিজয় দিবসে এ জাতির সূর্য সন্তান- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে উদ্বোধন করা হয় মঞ্চটির।

খুলনা অফিসে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চটি ১৪৪ বর্গফুট ক্ষেত্রফলের বর্গাকার একটি টাইলস আবৃত পাটাতনের ওপরে স্থাপিত। প্রথম দর্শনে মনে হয় যেন আমাদের মহান জাতীয় পতাকাকেই অংকিত করা হয়েছে ইট-বালু-সিমেন্টের গাঁথুনিতে। পাটাতনের ১৪৪ বর্গফুট ক্ষেত্রফল আমাদের অনুভবে জাগিয়ে তোলে ১লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের কথা। লাল-সবুজ স্তম্ভটির উচ্চতা ৫ ফুট আর প্রস্থ প্রায় ৩ ফুট । সচেতনভাবেই যেন এখানেও রক্তের দামে কেনা আমাদের মহান জাতীয় পতাকার আকারের অনুপাতটি (১০:৬) গ্রহণ করা হয়েছে। স্তম্ভের শীর্ষে স্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ডের লোগো সম্বলিত একটি লাল বৃত্তাকার অবয়ব। ভূমি থেকে টাইলস আবৃত মঞ্চটির উচ্চতা প্রায় ২ ফুট। সাদা-কালো টাইলস এ দেশের সহজ-সরল মানুষের প্রতীক; পাটাতনের সাদা রং শুভ্রতা আর শান্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে; লাল টাইলসের পাড় নির্দেশ করে এ মাটির স্বাধীনতা ত্রিশ লক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধার রক্তের দামে কেনা, তিন লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগের দামে কেনা- এই অমর সত্যটিকে। আর মঞ্চের উপরিভাগে স্থাপিত লাল-সবুজের স্তম্ভ বারে বারে মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশ, আমাদের মহান জাতীয় পতাকা, আমাদের জাতীয়তাবোধ আজ যেখানে যে উচ্চতায়-ই থাকুক না কেন, এর ভিত গড়ে দিয়েছেন মহান মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭১ সালে।

২০০৬ সালে খুলনা অফিসের তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক সরদার মোঃ শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে একটি বেদি ও পতাকা মঞ্চ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, খুলনার উদ্যোগে খুলনা কমান্ডের আহ্বায়ক যুগ্ম পরিচালক এস এম কবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে কমান্ডের সদস্য সচিব এম. ওয়াহিদুজ্জামান (যুগ্ম ব্যবস্থাপক) সহ কয়েকজন নির্বাহী সদস্য তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাসের কাছে 'মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ' স্থাপনের উদ্দেশ্য ও প্রত্যয় ব্যক্ত করলে তিনি তাতে সম্মতি দেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে কমান্ডের সদস্য সচিব এম. ওয়াহিদুজ্জামান মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ নির্মাণের আহ্বান জানিয়ে খুলনা অফিসের প্রশাসন বরাবর একটি আবেদনপত্র জমা দেন। এরপর স্বল্পতম সময়ে দৃষ্টিনন্দন মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চটি তৈরি করে বিজয়ের ৪২ বছর পূর্তিতে উদ্বোধন করা হয়। মঞ্চটির নির্মাণ ব্যয় হয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা যার সিংহভাগ নির্বাহ করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের তহবিল থেকে। নির্মাণকালীন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মঞ্চটির নকশা ডিজাইন করেছেন যুগ্ম পরিচালক এস এম কবিরুল ইসলাম। মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চটি ইতোমধ্যেই সৌন্দর্য এবং তাৎপর্যে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

খুলনা অফিসের মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ

■ *লেখক : এস এম কবিরুল ইসলাম*
যুগ্ম পরিচালক ও আহ্বায়ক
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, খুলনা
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।